মহাদেবের অর্চনা করিবেক কিন্তু কালক্রমে তাহার বিপরীত ব্যবহার হইয়াছে, হাড়ি বাগদি প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতীয় লোকেরা অপর্য্যাপ্ত সুরাপান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করত রক্তাক্ত কলেবরে ভিক্ষার্থ অটন করে, তাহারদের ভয়ঙ্কর অবস্থা দর্শনে সকলেরি মনে ঘৃণা ও ক্রোধ সঞ্চার হয় ঐ নির্দ্দয় ব্যবহারে বর্ষং অনেক লোকের জীবন নাশও হইয়া থাকে। কলিকাতার পূর্ব্বতন সুযোগ্য প্রধান মাজিষ্ট্রেট মেং ইলিয়ট সাহেব চড়ক পর্ব্বের ঐ সকল কদর্য্য ব্যবহার নিবারণ করণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তিনি আর কিছু দিন ঐ পদে অধ্যাসীন থাকিলে এতদিন এই সকল নিষ্ঠুরাচার রহিত হইয়া যাইত। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে ভারত রাজ্য সংক্রান্ত ষ্টেট সেক্রেটরী শ্রীযুত লার্ড ষ্টানিলি সাহেব পার্লিয়ামেন্ট সভায় ঐ বিষয় উত্থাপন করিয়া ঐ সভার মেম্বর দিগের সম্মতি ক্রমে আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন "যদি চড়ক পর্ব্বের বাণ সিদ্ধ ইত্যাদি অসভ্য ব্যবহার রহিত করণে হিন্দু প্রজারা আপত্তি না করে তবে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট ঐ সকল কুপ্রথা রহিত করেন।" এ কথা সত্য হইলে সন্তোষের বিষয় বটে।"

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪)

চরকপূজা।—চরকপূজার অতিঘৃণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। ঐ দিবসীয় অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাসময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবর্ত্তি প্রথম গলির মধ্যে রাধাকান্ত মুন্সীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে ঐ স্থানসমূহ সর্ব্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে দেখিতেছিল এবং তৎকালে ঐ মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলরব করিতেছিল কিন্তু যে রজ্জুতে সন্ন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিড়ে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি বেগে গিয়া ৬০ হাত দূরে পড়িল পরে উঠাইয়া দেখা গেল যে শরীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মুখখান পিণ্ডাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বস্থ গোরদের নিকটে অপর একজন সন্ন্যাসী পিঠ ফুঁড়ে ঘুরিয়াছিল অন্য এক সন্ন্যাসী মদ্যপানে মত্ত হইয়া জঙ্ঘাতে বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঘূর্ণায়মান ছিল পরে তাহার অবরোহণসময়ে হুঁস হইয়া কহিল যে অত্যল্পকালমাত্র আমি পাক খাইলাম বোধ হয়।—[বেঙ্গল হেরল্ড]

(৩০ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

চড়ক পূজা।—আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নগরীয় শান্তি রক্ষক মহোদয়েরা আগমন এতদ্দেশীয় চড়ক নামক পর্ব্বোপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিবেন কারণ আমরা শ্রুত হইয়াছি যে শান্তি রক্ষক মহোদয়েরা গবর্ণমেণ্টহইতে এমত অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাঁহারা ঐ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্ব্বক সুনীতি সংস্থাপন করিবেন এই প্রযুক্ত তাঁহারা এই মানস প্রকাশ করিয়াছেন যে চড়কের সন্ন্যাসিরা কালীঘাট হইতে কলুটোলা ও মেছোবাজারের রাজবর্ত্ম দিয়া আগমন করণের যে প্রথা আছে তাহার পরিবর্ত্তে এমত আজ্ঞা করিবেন যে তাহারা উক্ত বর্ত্ম দিয়া আগমন না করিয়া সারকিউলর রোড অর্থাৎ নূতন রাস্তা দিয়া আগমন করিবেক যেহেতুক ঐ রাস্তা

অতিশয় সুদীর্ঘ ঐ পর্ব্ব আপ্রেল মাসের ১১ ও ১২ হইবেক এজন্ত বোধ করি যে নগরীয় থানাসমূহের প্রতি এমত অনুমতি হইবেক যে তাহারা নগরের দক্ষিণাঞ্চলে না গমন করিয়া এই আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমূহ ধার্য্য করিবেক এই সংবাদের দ্বারা এমত বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্ব্বোপলক্ষে প্রজারদিগের পক্ষে অতিশয় সুখজনক হইয়াছে। কং মার্চ ২৫ [কমার্শিয়াল য়্যাডভারটাইজার]

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫। ১৩ বৈশাখ ১২৪২)

তুলাদান।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটালিনিবাসি শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অর্থাৎ যথাশাস্ত্র আত্ম শরীর পরিমিত অষ্ট ধাতুনির্ম্মিত জলধারাদি নানা প্রকার ব্যবহার্য্য পাত্র এবং স্বর্ণরূপ্য মুদ্রা দ্বারা তুলা করিয়া বিপ্রাগ্রগণ্য মান্ত পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তুলাই মহাদান ইহা গ্রহণ অবিহিত ইহাতে তৃপ্তির বিষয় কি তাহা নহে সমূহলোক কর্তৃক ঐ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্ত দোষ লেশও হয় নাই ফলিতার্থ মহাদান বলিবার তাৎপর্য্য সামান্ত দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যাপক ২০ টাকা এক ঘড়া ১৬ টাকা এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ১০ টাকা ৮ টাকা ৭ টাকা ৬ টাকা এক কলসীর ন্যূন নহে এতাদৃশ পত্রও প্রায় দুই শতাধিক দিয়াছিলেন এতন্নগরস্থ দোষিভিন্ন তাবৎ দলস্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্ব্ববাস দক্ষিণাঞ্চলের অধ্যাপকও অনেক এবং তদ্ভিন্ন উপস্থিত সুপারিস পত্র অন্যূন শতাবধি হইবে তদতিরিক্ত রাঘব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই ।০ ।০ চারি আনা করিয়া দিয়াছেন ইহাতে বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে।

এই ব্যাপার দেখিয়া দেব বাবুকে আমরা ধন্তবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্যরূপে গণ্য এমত নহে বিষয় কর্ম্মাদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্দারা সর্ব্বদাই সদ্ব্যয় করা আছে এই তুলা ক্রমে তিন বৎসর করা হইল এতদ্ভিন্ন নিত্য কর্ম্মেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তি অধিক দুর্লভ।—চন্দ্রিকা।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

গঙ্গাসাগরের মেলা।—প্রতি বৎসর প্রায় ডিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা ও মাড় সাগর উপদ্বীপের এক টেঁকে একত্রহইতে আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত বৈরাগি ও সন্ন্যাসিরদের মধ্যে অন্যান্ত জাতীয়েরা তাঁহাকে অতিপূজ্য করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ

মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজাস্থ গুরুসংপ্রদায়কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্য্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩০ সালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন। এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটা বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্তকি ও নির্মহী ও নির্ব্বাণী ও মহানির্ব্বাণী এবং নিরালম্বীতে এক২ শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ঐ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারম্ভ হইয়া ১৬ জানুআরি পর্য্যন্ত ছিল। ঐ যাত্রাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়া ও ক্ষুদ্র২ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৬০ হাজারের ন্যূন নহে এমত অনুমান হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের অতিদূর দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোম্বাইহইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যূন নহে এবং এই তীর্থ যাত্রাতে ব্রহ্মদেশ হইতেও অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিক্হইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও ক্ষুদ্র২ দোকানদারেরা যে ভূরি২ বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারো অধিক হইবে।

ঐ মাসের ১৫ তারিখে যাত্রি লোকেরা স্নানপূজা ও দানাদি স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অতি-কষ্টে সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিদুষ্প্রাপ্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া এইক্ষণে আমরা স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু ঐ মাসের ১৬ তারিখে ঐ দেবালয়ে প্রাণিমাত্র রহিল না তাঁহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল।—হরকরা।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

গঙ্গাসাগরের মেলা—প্রতিবৎসরে গঙ্গাসাগরের যেমন মেলা হইয়া থাকে তদপেক্ষা এই বৎসরে অতি হইয়াছিল। ঐ স্থানে ন্যূনাধিক ৭০ হাজার নৌকা জমা হয় এবং কথিত আছে ৬ লক্ষ লোক হইয়াছিল কিন্তু আমরা বোধ করি ইহা প্রকৃত না হইবে। তদ্বিষয়ে আমারদের এতদ্দেশীয় এক জন পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম তিনি লেখেন ঐ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহা সম্ভব বটে। এবং এমত কথিত আছে যে ঐ স্থানে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য ১২ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বিক্রয় হইয়াছে। নানা দূর২ দেশ অর্থাৎ বোম্বাই অযোধ্যা শ্রীরঙ্গপটম লাহোর দিল্লী ও বঙ্গাদি প্রদেশ এবং নেপাল ও ব্রহ্মদেশহইতে বহুতর লোক আসিয়াছিল।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

গঙ্গাসাগরের মেলা।—গত জানুআরি মাসের ১২ তারিখে গঙ্গাসাগরের বার্ষিক মেলা হইয়াছিল তাহাতে যাত্রির সংখ্যা প্রায় গত বৎসরের তুল্য। যাত্রিরা ভারতবর্ষের চতুর্দিক হইতে কতক বা অতি দূর সীমা হইতে আগত হইয়াছিলেন তাঁহারা স্নানের কএক দিবস পূর্ব্বাবধি একত্র হইয়া আপনারদের মুখোদ্দেশ্য স্নান পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন করিয়া স্ব২ স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

অপর তৎ সময়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ বহুতর ক্ষুদ্র২ দোকানঘর বাঁধা গিয়াছিল এবং কথিত আছে ঐ স্থানে বহুসংখ্যক টাকার দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন ৬০।৭০ হাজার টাকার দ্রব্য কেহ কহেন তদধিকও হইবেক। পরন্তু ঐ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হয় যে বঙ্গভাষাতে মুদ্রাঙ্কিত অধিক-সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং যে২ দোকানে পুস্তক ছিল প্রত্যেক দোকান হইতেই প্রায় সমুদায় পুস্তক উঠিয়াছে।

(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮ । ৮ মাঘ ১২৪৪)

বর্দ্ধমানের মেলা।—প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পর দিবস দামোদর নদের ধারে যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুর্দ্দিগে চারি পাচ ক্রোশ ব্যবহিত বাসি লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে ধর্ম্মজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করত জলপান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করে। এতদ্ভিন্ন বহু লোক মেলা দর্শনার্থই আসিয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত যুবরাজ অমাত্যগণ সহিত গাড়ি আরোহণ পূর্ব্বক মেলা স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার আহ্লাদার্থ অনেক টাকার সোনার পক্ষীইত্যাদি ক্রীত হইল। অনন্তর শ্রীযুত পাদরি সাহেবও সুযোগ বুঝিয়া ঐ লোকারণ্যের মধ্যে খ্রীষ্টের মঙ্গল সম্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেলাতে আশ্চর্য্য এই যে বলদাকৃষ্ট গাড়ির উপর অনেক পাল্কী বসান গিয়াছিল এবং প্রত্যেক পাল্কীতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক বসিয়া খড় খড়ীয়ার ছিদ্র দিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে চোরেরা গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বহু প্রাণিকে রোদন করায়।—কস্যচিৎ পাঠকস্য।

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ।—বাবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের সহিত শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের কন্যার শুভ বিবাহ গত ৫ অগ্রহায়ণ সোমবার হইয়াছে শুনিতে পাই রাজেন্দ্র বাবু অপ্রাপ্ত ব্যবহারতাপ্রযুক্ত তাঁহার পিতৃদত্ত ধন

সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের হস্তে আছে সেই ধনহইতে এই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার আত্মীয়গণেরা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছেন পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে যে প্রকার ঘটা হয় তাহা সকলে বিবেচনা করিবেন রূপলাল বাবুর কন্যার বিবাহ বটে কিন্তু পুত্রের বিবাহের ন্যায় আড়ম্বর করিয়াছিলেন নহবত দান বিতরণাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন করিয়াছেন।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

মহানাচ।—শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুরের বিবাহেতে সংপ্রতি পাথুরিয়া ঘাটায় একটা অত্যুচ্চ উত্তম খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মর্ম্মর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণ করা কতক থাম তাহাতে নির্ম্মিত ছিল পরে তাহা অত্যুত্তমরূপে সুশোভিত করা গিয়াছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জ্বালান গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুআরিপর্য্যন্ত তাহাতে মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ তদ্ব্যতিরেকে নানা সারজন ও সিপাহী রাস্তার দরওয়াজাতে স্থাপিত হইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নানা ভোজবাজীকরেরা আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাচ রাত্রির মধ্যে তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল এবং ঐ রাত্রিতে বাটী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণা এবং তাঁহারা গৃহপতি ও তৎপরিজনকর্ত্তৃক সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্য্যাদা হইল অতএব যাঁহারা উক্ত বাবুদিগের শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন তাঁহারদের নাম লেখা উচিত। অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীশ্রীযুত নওয়াব দৌলত জঙ্গ বাহাদুর ও আন্দুলের রাজা শ্রীযুত রাজনারায়ণ রায় ও শ্রীশ্রীযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান২ বাবুরা বুধবার রজনীতে ঐ সভায় সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল ও নেবাল ও মিলেটারিসম্পর্কীয় এত কর্ম্মকারক ও তাঁহারদের বিবি সাহেবেরা সমাগত হইলেন যে তাঁহারদের তাবতের নাম লেখা অসাধ্য…।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৩ ফাল্গুন ১২৩৮)

শুভবিবাহ।—এতন্নগরের শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুণ শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে ঐ বিবাহ মহাসমারোহ-পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয় যদ্যপিও রূপলাল বাবু আপন বিষয় বিভবানুসারে ব্যয় বাহুল্য করেন নাই তথাপি কলিকাতার বর্ত্তমানাবস্থার সমৃদ্ধ ব্যাপার বলিতে হইবেক যেহেতু বিবাহোপলক্ষে যে যে বিষয়ে ব্যয়াবশ্যক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতা-

নিমিত্ত পিত্তলের তৈজস বস্ত্র তৈল হরিদ্রাদি দ্রব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ২ ফাল্গুণঅবধি ৫ পর্য্যন্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহূত হইয়া এতদ্দেশীয় এতন্নগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান লোক এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও মুসলমানাদি অনেকের আগমন হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈস প্রিসীডেন্ট শ্রীযুত সি মিডকেপ সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল। অপর নর্ত্তকীও উত্তমা২ ছিল বিবাহরাত্রে কন্যাকর্ত্তার ভবনে গমনকালে বরের সমভি-ব্যাহারে যে সকল রোশনাইর আবশ্যক তাহাও মন্দ হয় নাই কেননা মল্লিক বাবুর বাটী অবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটী পর্য্যন্ত বান্ধা রোসনাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় পর্ব্বত দালান নহবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকীপ্রভৃতির বিবিধপ্রকার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি অতএব এই কর্ম্ম সামান্য বলা যায় না তবে পূর্ব্বে২ যে কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে তত্তুল্য নহে ইহা সত্য বটে কিন্তু শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায় যে রূপলাল বাবু যেপ্রকার করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন ইহার ন্যূন কাহার না হয় কেননা সময় বড় শক্ত উপস্থিত ইহার পর আর যে কেহ কোন কর্ম্ম বাহুল্যরূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সং চং।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ১১ আশ্বিন ১২৪২)

সংকীর্ত্তনে অনুমতি।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবগত করাইতেছি শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন যাহা চিরকালাবধি এপ্রদেশে বিশেষ এতন্নগরে হইয়া আসিতেছিল তাহা প্রায় বৎসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া নগরভ্রমণের অভিলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পাস করা যাইত যেহেতু লোকসমূহ একত্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি লওয়া যাইত সংপ্রতি বৎসরাবধি মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা অথবা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পাস দিতেন না ইহাতে হিন্দুলোকে বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল ঐ মহাদুঃখ শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকর্ত্তৃক মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাজিস্ত্রেট হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর পীড়া পাইতে হইবেক না। আমরা শুনিয়াছি শ্রীযুত চিফ মাজিস্ত্রেট সাহেব ইহার প্রতিবাদী হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মত নহে যে নগরে সংকীর্ত্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে মাজিস্ত্রেট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি যদ্যপি নগরকীর্ত্তনে কখন কোন দাঙ্গা হঙ্গাম খুনখারাবি হইয়া থাকে তবে এবিষয় রহিত করা উচিত ইহা কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কর্ম্ম দক্ষ প্রাচীন মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বেলাকরিয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করহ তিনি যথার্থ বাদী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহেন কখন কোন উৎপাত সংকীর্ত্তনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাজিস্ত্রেট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এতদ্দেশীয় দ্বিতীয় মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন প্রতিমা বিসর্জ্জনাদি কোন পর্ব্ব দিনে সংকীর্ত্তন

বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল না অতএব একণে সংকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ করহ।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

শুভান্নপ্রাশনং।—আমরা আপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর সোমবারে শ্রীযুক্ত মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্বীয় রাজধানী আন্দুলের বাটীতে উক্ত নৃপাভিনবজাত তনয়ের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাদুর ইতি রক্ষিত হইয়া শুভান্নপ্রাশন কর্ম্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতৎশুভ বার্ত্তা বহু সংখ্যক তোপধ্বনি দ্বারা ইতস্ততঃ স্থানে সুপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে রাজবাটীস্থ এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহ্লাদিত হইলেন ঐ দিবস রাজকোষহইতে বদান্যতাদ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এবঞ্চ বহুতর দীন দরিদ্র কাঙ্গালিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন।

(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

শ্রীযুত ডেবিড মেকফার্লেন সাহেব কলিকাতা পোলীসের চীফ মাজিস্ত্রেট।

নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত।

আমরা সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহা শীঘ্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্যামা পূজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফ্রিঙ্গি এবং কাফ্রি ও খালাসিরা প্রজ্বলিত পাঁকাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ায় এবং ঐ অগ্নিময় পাঁকাঠির দ্বারা মনুষ্যকে মারে ও শরীর এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত শ্যামাপূজার রাত্রিতে ঐ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অতএব আমরা অতিনম্রভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্ব্বক এবিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে একর্ম্ম আর না হইতে পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি। ১৮৩৩। ১২ নবেম্বর।

আমরা সর্ব্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।

শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুম।—এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু এবৎসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারিরা আগত বৎসর পুনর্ব্বার দরখাস্ত করিলে পোলীশ এবং অন্যান্য লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যদ্যপি বাধা না থাকে তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত করা যাইবেক ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪)

দুর্গার দুর্দ্দশা।—আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চুঁচুড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুর্ভুজা দুর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চুঁচুড়ার লোকেরা বারইয়ারি পূজার্থ এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করে

তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে দুই দল আছে একদল তাঁতি তাহারা বৈষ্ণব অপর দল শুঁড়ি তাহারা শাক্ত অতএব ঐ মূর্ত্তির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল পরে শুঁড়ি দলেরা মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের ব্যতীত বলিদান পূজা হয় না অতএব মাজিস্ত্রেট সাহেব এমত হুকুম দেউন যে দেবীর সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত শামিয়ল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে বৈষ্ণবেরা পূজা করুক পরে শাক্তমতাবলম্বী শুড়িরা বলিদান করিয়া পূজা করিতে পারিবে এই হুকুমানুসারে অগ্রে তাঁতিরা পূজা করিয়া তাহারদিগের ঘট বিসর্জ্জন দিল পরে শুঁড়িরাও ছাগলমহিষাদি বলি দিয়া পূজা করিয়াছে এইক্ষণে বিসর্জ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জ্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে। কস্যচিৎ চুচুড়া নিবাসিনঃ।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩৭। ৯ মাঘ ১২৪৩)

এক দিবস দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যথা নিয়মে প্রাতঃস্নানাদি সমাধাপূর্ব্বক মহামায়ার অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত চারি পার্শ্বে ধূপ ও ঘৃতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আর২ সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটী তদুপরি এক স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত ঐ অদ্ভুত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল আনয়নপূর্ব্বক সেই সকল শোণিত ধৌতকরত বস্ত্রাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটী ও নৈবেদ্যপ্রভৃতি দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরন্তু তাহার দুই চারি দিবস পরে উক্ত নদহইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল ইহাতে সুতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ রূপেই অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে ঐ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এপ্রকার ভয়ানক মহাকর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই বিষয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্দ্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া

অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেননা সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্ব্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।—জ্ঞানান্বেষণ

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ২৩ মাঘ ১২৪৩)

আমরা গত সপ্তাহের জ্ঞানান্বেষণে বর্দ্ধমানের সন্নিহিত রঙ্কিনী দেবীর নিকট যে নরবলির সম্বাদ প্রভাকর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাহার সন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন বিলক্ষণরূপে এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং আমরা আরো জানি এই রঙ্কিনী দেবীর নিকট পূর্ব্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে।

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা বলিয়া থাকেন সমাচার পত্রে যে সকল সম্বাদ প্রকাশ হয় তাহাতে কোন উপকার নাই তাঁহারা বিবেচনা করুন এই এক সম্বাদ প্রকাশেতে অধিক উপকার হইবে কি না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১০ পৌষ ১২৪৪)

বৰ্দ্ধমানে নরবলি।—অতি নিকটবর্ত্তি বর্দ্ধমান জিলাতে মধ্যে২ নরবলি হওনবিষয়ক জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে তৎপ্রস্তাবে যদি আর কিছুকাল মৌনী থাকা যায় তবে আমারদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির স্থানে এমত পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উক্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে লিখেন কিন্তু এমত অদ্ভুত ব্যাপার যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের চক্ষের গোড়ায় হইয়া থাকে ইহা অসম্ভব ভাবিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বিষয়ের সত্যতার অনুভব সরকারী কর্ম্মকরকেরদেরো মনে উদয় হইতেছে অতএব তদ্বিবরণ প্রকাশ করাতে আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তদ্বিষয় প্রতিকারার্থ বিলক্ষণরূপে অনুসন্ধান করা যায়। অতএব লেখা হইল যে সর্ব্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার বর্দ্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ঐ বংশের মধ্যে যখন কোন ভারি অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন। সংপ্রতি ঐ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্ত রোগ হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল এমত জনশ্রুতি আছে। ঐ জিলার মধ্যে এমত দৃঢ়তর প্রবাদ হইয়াছে যে এক বৎসরে ৫টা নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহ্নব করেন এমতও শুনা যায় না কিন্তু ঐ নরবলি ঐ নরের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই বলিকরণের বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদর্থ তাহাকে

নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্টার্থ তোমার মস্তক চ্ছেদন হওয়াতে যে দুঃখ সে কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল স্বর্গগমোনোত্তর ঐ মস্তক যোজিত হইয়া নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী হইবা। সংপ্রতি রাজবাটীর মধ্যে এক বিধবা দাসী থাকিত তাহার একটী পুত্র ছিল এক দিন সে কোথায় গেল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে ঐ বেওয়া দাসী ঐ বংশের উক্তপ্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে আমার পুত্রকে অবশ্যই বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্ত্তনাদ রোদন করিতে লাগিল। ঐ নরবলির মস্তকমাত্র আবশ্যক তাহা উৎসর্গানন্তর বেদীর নীচে রাখা যায় এবং ঐ জিলাস্থ সকল লোকের এমত অনুভব আছে যে যে বেদীতে ঐ ব্যাপার হওনের সন্দেহ হয় সেই স্থান অবিলম্বে খনন করিলে এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এতাবৎ সম্বাদ আমরা যেমন পাইলাম তেমনি অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমারদের ভরসা হয় যে ইহার সত্যতা নির্ণয়ার্থ অবশ্য অনুসন্ধান হইবে তাহাতে ঐ বেদীর নীচস্থান খনন করিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এবং যদ্যপি এমত ঘোষণা করা যায় যে যে ব্যক্তি এই বিষয়ের সম্বাদ দিবে তাহাকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে ইহা হইলেও শীঘ্র সন্ধান হইতে পারে।

(২ মে ১৮৩৫ । ২০ বৈশাখ ১২৪২)

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাতাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে দুই এক দিবসপর্য্যন্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থানুসারে সম্ভাবনীয় পীড়াসকল তাহার মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে ঐরূপ ঘরহইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে লইয়া অর্দ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্দ্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনন্তর দুই এক জন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল২ বলত কিঞ্চিৎ২ গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্তু এমতও হইতে পারে যে ঐ মূর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অতিশীঘ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে না এবং রোগিরো বোধ হয় যে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিতে থাকে যে আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়া লইয়া যাও তাহাতে আত্মীয় স্বজন ঐ যমসম চিকিৎসককে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন যে এখন ফিরাইয়া লইয়া গেলে আমার অসম্রম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে গোপনে ডাকিয়া কহেন যে ইহার আর বড় অপেক্ষা নাই এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অনুচিত। অতএব ঐ রোগির চীৎকারে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যাদি ব্যাপার করিতে২ যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমরপর্য্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ২ টানিয়া লইতে থাকে এইরূপে টানাটানি

করাতে কথনং তাহার শরীরের কোন২ স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় না এইরূপ নির্দ্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তথনপর্য্যন্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতনা বিষয়ে চৈতন্ত থাকে এইপ্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কথন২ তাদৃশ যাতনা না দিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাথে কিন্তু অতিদুর্ব্বল শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে সুতরাং তাহার মৃত্যু অতিশীঘ্রই উপস্থিত হয় তথন পুনর্ব্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতিশীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ২ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা থাকিলে কথন সাবধান ব্যক্তিরা গঙ্গাতীরে লইয়া যান না। দিন২ সহস্র২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে সুতরাং সকলের একপ্রকার ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরিউক্তপ্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাতনা পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ হইয়া ফিরে আইসে যদি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ হইতে পারে।

—

এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফার্ম্মরে এইরূপ লেথেন যে যে শাস্ত্রে অন্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেথে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে ৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্য থাকিবে। তৎপরে সামান্ত জলের স্থায় গঙ্গার পবিত্রতা গুণ থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত বোধ করেন যে আর ৬০ বৎসর পরেই তদ্রূপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে পাইব না সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুরদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা হইলে কিরূপে তাঁহারদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছীলতাব্যতিরেকে স্বর্গারোহণের আর কোন্ সোজা পথ পাইবেন তাঁহারদের অযুক্তধর্ম্ম বজায়রাথণের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর কোন্ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাঁহারা এই অতিনির্দ্দয় ও ঘৃণ্য অন্তর্জলের ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা এমত জ্ঞানোদয় হইবে যে গঙ্গামাহাত্ম্যের বিষয় যাহা লিথিত হইয়াছে তাহা ঐ ৬০ বৎসর অতীত না হইতেই অবশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে শাস্ত্রে যে কালপর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্যের সীমা আছে তৎ কালের পূর্ব্বেই কেন তদ্বিষয়ে বিরত না

হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লোকেরদেরও শাস্ত্রবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। অতএব এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করুন।—রিফরমর।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

কাঙ্গালি বিদায়।—গত বুধবারে পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের ৺মাতৃশ্রাদ্ধে আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ২ কহে ৫০।৬০ হাজার কেহ কহে ৭০।৮০ হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু অতিদরিদ্র মজুরি করিয়া দিনপাত করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করে। যদ্যপি পোলীসের দ্বারা শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক না হইত এবং যদি তাহারদের গোপনে আসিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেরো অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত।

৺প্রাপ্ত রাজা গোপীমোহন ও রূপলাল মল্লিকের শ্রাদ্ধে অনেক কাঙ্গালি ভগ্নাশা হইয়াছিল তৎপ্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পরদিবস প্রত্যূষে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে তাহারদিগকে কএক বড়২ বাড়ী পোরা গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালিরদিগকে এক২ সিকি দেওয়া গিয়াছে। আমরা ঐ স্থানে গিয়া দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপর্য্যন্ত আনিয়াছিল। কিন্তু শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ঐ ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। ইহার কারণ দুই জন সার্জন এবং এতদ্দেশীয় পোলীস চাপড়াসিরদের সতর্কতা। নিমতলার রাস্তার ধারে বাবু মথুর সেনের বাটীতে এক জন কাঙ্গালি প্রসব হইল। এবং ঐ বাটীর কর্তা বাবু ঐ প্রসূতাকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎপরদিবসে ঐ শিশুসন্তানসুদ্ধ বাটীতে পঁহুছাইয়া দিলেন। দুই প্রহর দুই ঘণ্টাসময়ে তাবৎ কাঙ্গালি বিদায় সমাপন হইল।

(৩১ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বারাণসী হইতে কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের পূর্ব্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ব্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে বহুসংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে অন্যূন ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ॥০ এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।০ করিয়া দিয়াছেন।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

বাবু আশুতোষ দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ।—গত সপ্তাহের শেষে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব অতি সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে

বহুতর কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ২ টাকা করিয়া পাইবে এই জনরব রাষ্ট্র হওয়াতে দুই তিন দিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। এইরূপ প্রত্যাশাতে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণ ন্যূনাধিক ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এইরূপ জনতা একত্র হওয়াতে নিত্য যদ্রূপ অনেকের প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তদ্রূপ হইয়াছে। এই ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহারা দুই টাকা প্রাপণাশায় আসিয়া কেবল ।০ পাইল। তাহাও সকলে নহে একখান নৌকাতে অনেক কাঙ্গালি উঠিয়া হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল ঐ নৌকা উল্টিয়া পড়াতে অনেক বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে বৃহদ ব্যাপার হইয়াছে ইংলণ্ডীয় পাঠক বর্গের তচ্ছ্রবণে আহ্লাদ হইবে তন্নিমিত্ত আমরা তাহার স্তোকরূপে লিখি।

গত শনিবারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুর বাটীর সম্মুখে দানদ্রব্য সাজান হইয়াছিল নানা দ্রব্য ৪০০০০ টাকার হইবে এতদতিরিক্ত এক হস্তী দুই ব্রহ্মদিশীয় ঘোটক সহ এক শকট ও এক উত্তম পাল্‌কি এবং ভাউলা ও অন্য২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহা স্থানের অল্পতাপ্রযুক্ত লিখনে অসমর্থ হইলাম ঐ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাহারদিগকে সম্মান রূপে প্রদত্ত হইবে ঐ পণ্ডিতগণ ঐ সভায় ধর্ম্ম শাস্ত্র ও রাজনীতি নীতি ন্যায় ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্রের বাদানুবাদ হইয়াছিল ঐ সকল পণ্ডিতদিগকে যে কেবল শাস্ত্র ও ধর্ম্মার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিবেচনানুসারে দান হইবে এবং যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও অধিক শিষ্য তাঁহারা অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাকা দিয়াছেন কিন্তু পোলীশের নিবারণ থাকিলেও ২০০০০০ লক্ষ কাঙ্গালি হইয়াছিল আমরা শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার কাঙ্গালি কিছুই পায় নাই ইহার প্রতি কারণ এই যে যাঁহারা কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ভদ্র সন্তান বটেন কিন্তু তাঁহারা ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখ্যক কাঙ্গালিরা বিমুখ হইয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ১৩ আশ্বিন ১২৪৬)

অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ৮ প্রাপ্তা বিমাতার শ্রাদ্ধ বর্ত্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন। এবং ঐ শ্রাদ্ধে আহারীয় এবং কিঞ্চিৎ২ পয়সা প্রাপণের অমূলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষ২ কাঙ্গালির আগমন মাজিস্ত্রেট

সাহেবেরা নিবারণ করেন এতদর্থ পূর্ব্বেই আমরা তদ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। যদ্যপিও উক্ত বাবু তদুপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিৎ২ দান করণ স্থির করিতেন তথাপি নগরে তাহারদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়াতে তন্নিবারণার্থে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের কোন উপায় করা উচিত হয়। কিন্তু শুনা গিয়াছে যে উক্ত বাবু ঐ সকল লক্ষীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহারদের উপস্থান নিবারণার্থে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের নিতান্ত উচিত হইতেছে। [ইংলিশম্যান, ২৫ সেপ্টেম্বর]

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

বাবু আশুতোষ দেব।—শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাতৃ শ্রাদ্ধ অতি সমারোহপূর্ব্বক হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্তু আমরা ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তৎসময়ে কাঙ্গালির সমারোহ হয় নাই।

(১২ জুন ১৮৩০। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

সতীর পক্ষীয় আরজিতে আগামি দিবস সহি হইয়া পার্লিমেণ্টে প্রেরিত হইবেক অতএব এ বিষয়ে ধর্ম্ম সভাস্থেরদের প্রতিবাদিস্বরূপ যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারা আপনারদের পক্ষীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া পার্লিমেণ্টে প্রেরণ করুন তাহাতে সেই বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মিমাংসা পার্লিমেণ্টে হইতে পারিবে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

স্ত্রীদাহ নিবারণ।—হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৺ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তর্কালঙ্কারের পুত্র বৈদ্যসমূহকর্ত্তৃক উক্তিতে পিতার রক্ষার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে জাহ্নবীতে আনিতে উদ্যত ছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রসূতি সহগামিনী হইবেন এই কহিয়া স্বামিকে গঙ্গা যাত্রা করাইতে নিষেধ করিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার গৃহিণীর সহমৃতা হইবার বার্ত্তা ঘোষণা হইবাতে তদঞ্চলের থানার দারোগা এবং ভূম্যধিকারির লোকেরা তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহারদিগকে তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই যেহেতুক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং বহু গোষ্ঠী একত্র হইয়া সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ সাবধানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন তত্রাপি দারোগাপ্রভৃতি দারকেশ্বর নদীতে শব দাহপর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া স্ব২ স্থানে গমন করিলেন যদিও সহগমনোদ্যতা স্ত্রী কিঞ্চিৎকাল অনাহারে

ছিলেন কিন্তু পরে আহারাদিও করিয়াছেন এবং গৃহকর্ম্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাৎ অস্মদ্দেশের শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কি সুনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা অনায়াসেই স্ত্রীহত্যা নিবারণ হইতেছে সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা অস্মদাদির অবশ্যকর্ত্তব্য হয়।—সং কৌং।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

নেপাল।—পশুপতি সত্তীর্থস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্রীযুত মাতবর সিংহের নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পতিহীনা স্ত্রীরদিগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও রক্ষণাবেক্ষণাদি করিয়াছেন তাহা ঐ যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে। মতবর সিংহ নৈয়ন সিংহ মহাবংশ্যের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে সমুদায় ভারই এইক্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে। ঐ জ্যেষ্ঠতাপদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাবশ্যক কর্ম্ম অথচ যে কর্ম্ম প্রায় কেহই প্রতিপালন করেন না সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে তাঁহারদের যুবতী স্ত্রীরদিগকে স্বচ্ছন্দে রক্ষণা-বেক্ষণ করণ। সত্যযুগে বিধবারা স্বজনেরদের কর্ত্তৃক উত্তমরূপে প্রতিপালিতা হওনপ্রযুক্ত প্রায়ই সতী হইত না। কিন্তু এই কলিযুগে শাস্ত্রের আজ্ঞা বিধানেতে স্ত্রীগণ যে দগ্ধ হইতেছে এমত নহে কেবল স্বজনের লোভপ্রযুক্তই। যেহেতুক কোন শাস্ত্রেও যদি সতীহওনের বিধান থাকে তবে শাস্ত্রান্তরে তাহার নিষেধও আছে। স্বজনেরা ঐ সকল স্ত্রীরদিগকে অত্যন্ত তর্জনপূর্ব্বক শাসন করিয়া কহেন যে তোমরা যদি স্বামির মরণের পর জীবিতা থাক তবে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ঘটিবে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহারা অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করে এবং যদ্যপি কেহ এমত বিবেচনা করেন যে জীবদ্দশাতে থাকিতে লোকের বিশেষতঃ যুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সত্যতা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন। অতিযন্ত্রণাঘটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিন্তু অখ্যাতি ও দরিদ্রতা কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বারা ঐ দারুণ মৃত্যুভয়ও দূর হইতে পারে। তবে বঙ্গ দেশীয় লোকেরা অনেক সতী হওনবিষয়ে আপনারদের দেশ যে অত্যুত্তম জ্ঞান করিতেন সে অতিঘৃণাই। ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতী হওনের মুখ্যকারণ এই যে আত্মীয় স্বজনের নির্দ্দয়তা ও লোভ। তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রে ও অযোধ্যা ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানে শাস্ত্র অতিমান্য ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই সকল প্রদেশে সতীহওন অত্যল্প।

অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরা ইহা বিবেচনা করুন এবং যুক্তিসহ এই আপত্তি যদ্যপি খণ্ডন করিতে পারেন করুন। বঙ্গদেশে যেমন সতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপালেও হইত কিন্তু জেনরল মাতবর সিংহের পরিবারস্থ বিধবারদিকে দেখিয়া বোধ হয় কেবল নির্দ্দয়তাপ্রযুক্তই বিধবারদিগকে চিতারোহণ করাইত। মাতবর সিংহ অতিধার্ম্মিক এবং অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ উক্ত যাত্রী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দিতে পারি

যেহেতুক আমিও ঐ পশুপতিনাথ তীর্থে গমন করিয়াছিলাম। ফলতঃ ঐ সিংহজী অতি-দয়ালু ও সৎস্বভাবী এইপ্রযুক্ত তাঁহার পরিবারস্থ বিধবারা আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নির্ভয় হইয়া স্ব২ বালকেরদিগকে প্রতিপালন ও সুশিক্ষিতকরণার্থ প্রাণধারণ করিতেছেন এবং যে নির্দ্দয় ব্যবহার শাস্ত্রানুগামি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক অতিবিরুদ্ধ ঐ ব্যবহার যে তিনি সচ্ছীলান্তঃকরণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত ঐ বিধবারদের আশীর্ব্বাদ পাইতেছেন। অস্ত যাত্রী। নেপাল।

(৪ এপ্রিল ১৮৪০। ২৩ চৈত্র ১২৪৬)

ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের বহু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম সহমরণ রহিত করিবেন সেই তাৎপর্য্যানুসারে লার্ড উলিএম বেন্টীঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান লোকের সম্মতি লইয়া ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত করেন কিন্তু ঐ আজ্ঞা প্রকাশ হইলে পর এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজে সভা করিয়া স্থির করিলেন ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বৃহদ্ব্যাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনা-জন্য সহমরণ পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগ্য অট্টালিকা [নাই] এই সুযোগে প্রস্তুত বাটী কিম্বা স্থান ক্রয় করিয়া তথায় বাটী প্রস্তুত করিলে ভাল হয় কিন্তু এসকল অধিক টাকার কর্ম্ম অতএব চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রস্তাবের পর চাঁদাপত্রে সকলে স্বাক্ষর করিলেন এবং তৎপরে ধর্ম্ম সভা নামে এক সভা স্থাপন হয় উক্ত সভার অভিপ্রায় ছিল হিন্দু জাতির ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রক্ষার্থে বেথি সাহেবকেও বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতবাসি বিচারকর্ত্তারা ধর্ম্ম সভার ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন তাহাতে সুতরাং ধর্ম্ম সভার মনস্তাপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চাঁদার টাকা সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন ঐ টাকার দ্বারা স্থান ক্রয় করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত্ত বাটী প্রস্তুত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস তাবৎ সভ্যেরা একত্র হইয়া দেখিলেই ক্রয় করা যায়। আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং ক্রয়ার্থে চাঁদার টাকাও সংগ্রহ করা গিয়াছিল কিন্তু কিজন্য ভূমি ক্রয় হইল না বলিতে পারি না।

সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ্য হইলে ধর্ম্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল ঐ সভা জগতের উপকার করিবেন এবং যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাও সভার শাসনে ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কার্য্য কেবল দলাদলিতে পর্য্যাপ্ত হইল আর স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব সভার

ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন নাই সুতরাং দাতারা হিসাব চাহিলে ঐ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন এই কথা বলিয়া নির্লিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি ঐ সমূহ টাকা শূন্যে২ উড়ীয়া গেল আমরা দেখিতেছি ঐ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর মনোভঙ্গ হিংসা দ্বেষ মাত্র সুদ বৃদ্ধি হইতেছে।

ধর্ম্ম সভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া স্বকৃতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্ম্মরক্ষা করিবেন এবং সতীদ্বেষিদিগের সহিত পরস্পরা সম্বন্ধে ও সংস্রব রাখিবেন না কিন্তু এইক্ষণে সতীদ্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধর্ম্ম সভার পত্র চাটা চাটি হইতেছে আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এপর্য্যন্ত মঙ্গল কর্ম্ম কি হইয়াছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক বরং বিপরীত হইয়া উঠিতেছে দলাদলি ব্যাপারে সাধারণের কি লভ্য আছে তাহা বলিতে পারি না তবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিত সুসার হইয়া থাকিবে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা মধ্যে২ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য হইতেছে অর্থাৎ স্বদেশীয় লোকেরদের পরস্পর প্রণয় যে মহা সুখের কারণ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে এবং ঐ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনারায়ণ রায় কুকর্ম্ম করিয়া কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ রক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহা বলেন ধর্ম্ম সভার নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন হইবে আমারদিগের বোধ হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা ঐ সভা স্বকৃতি ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাশপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটী করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়া তাহা উদরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য বটেন যখন পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা কহিবেন না।

যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নানা প্রকার বিদ্যা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোদ্ভব মহাশয়েরা বিদেশীয় সভ্যলোকের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন অতি লজ্জার বিষয় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব প্রভৃতি মান্য মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এপর্য্যন্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা হইয়াছে আর আপনারা ধার্ম্মিক অন্যেরা পাপিষ্ঠ এই অভিমান কি অজ্ঞানতা মূলক নহে ঐ মহাশয়েরা মহা বংশোদ্ভব হইয়া যে অভিমান করেন ইহা কি তাঁহারদিগের ঘৃণাজনক নিন্দাকর হয় না অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত মহানুভব লোকেরা এবিষয় বিবেচনা করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষয় অধম শূদ্র কৈবর্ত্তাদির কর্ম্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিপ্ত

থাকেন পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধর্ম্ম কর্ম্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন। ভাস্কর।

(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।—সংপ্রতি কএক সপ্তাহাবধি ইষ্টিণ্ডিয়ান জানবুল ইণ্ডিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণপ্রভৃতি . পত্রে সম্পাদক সাহেবেরা প্রসন্নকুমার বাবুর দেবীপূজাকরণবিষয় লইয়া মহান্দোলন করিতেছেন তাঁহারদিগের বোধে এ কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে। তাঁহারা কি জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে নক্ষত্র সকল দেদীপ্যমান হইয়াছে কিম্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা পশ্চিমদিগে সূর্য্যোদয় হইল কিম্বা বহ্নি শীতল হইলেন বা পর্ব্বতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে যেপ্রকার লোক চমৎকৃত হইয়া থাকে উক্ত সম্পাদকেরা প্রায় সেইমত আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন হায় কি ঘৃণার কথা প্রসন্নকুমার বাবু অতি সুবুদ্ধি বিদ্বান্ বিচক্ষণ বিখ্যাত বংশোদ্ভব বৈকুণ্ঠবাসি ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র যিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধন্য মান্য দেবদেবীপূজাদিবিষয়ে পক্ষপাতশূন্য অর্থাৎ হিন্দুরদিগের উপাসনাকাণ্ডবিষয়ে যে ধারা আছে তন্মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রধানরূপে চলিতা আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ গাণপত্য কেহ সৌর কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্ব্বাদিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে পক্ষপাতি জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কাহার২ অত্যন্ত অনৈক্য দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি ব্যক্তি প্রশংসনীয় যেহেতুক তাঁহারা গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসনা যথাবিহিত করিয়া থাকেন অন্য দেবতাও তাঁহার নিকট তত্তুল্য মান্য যেমন একেই পাঁচ পাঁচেই এক। এতাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে উক্ত বাবু অন্য ছিলেন তৎপ্রমাণ দেখুন শ্রীশ্রী৺বিষ্ণু বিগ্রহ নিজবাটীতে স্থাপনা করিয়াছেন এবং মূলাজোড়ে ৺ গঙ্গাতীরে ৺কালীমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কিবা অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সেবার পরিপাটী করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কীর্ত্তিদর্শনে লোকসকল চমৎকৃত হয় এই মহামহিমাপন্ন মহাশয় আপন সন্তানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধর্ম্মকর্ম্মাদির উপদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক ঐহিক পারত্রিকের কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে।

অবোধ বালক কএক জন যাহারা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়া পৈতৃক যে ধর্ম্ম দেবদেবী-পূজা পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে চাহে তাহারদিগের প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তার্থে লিখিয়াছিলাম ।

অপর তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা করা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ন ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পূজন যপ যজ্ঞাদিতে

কিপ্রকার ব্রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহার তুল্য অবিবেচক লোক আর নাই।······

অপর উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা যদ্যপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পূজাদিকর্ম্ম পরমার্থবিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক করা উচিত। উত্তর অস্মদাদির নাটক গ্রন্থ যদি উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকেন অথবা ডাক্তর উইলসন সাহেবপ্রভৃতি যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কিপ্রকার কাব্য কৌশল পূর্ব্বের রাজারা করিয়াছিলেন এক্ষণেও কালিয়দমনযাত্রা চণ্ডীযাত্রা রামযাত্রা-প্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথবা অমান্ত করা হইল এমত নহে তত্তৎকর্ম্ম অকরণেই দোষ।

পরন্তু যদ্যপি উক্ত সম্পাদকেরা এমত কহেন যে শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার বাবু নিজার্থ ব্যয়দ্বারা অনুবাদিকা অর্থাৎ রিফার্ম্মর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে দিতেছেন অতএব কৌতুকার্থে কি কেহ অর্থ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের লোক কৌতুকার্থ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃশ বোধ করিয়া থাকিবেন যে রিফার্ম্মর ও ইণ্ডিয়ান এই দুই কাগজের প্রকাশকদিগের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তামাসা দেখিব। অধিক কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের বাদানুবাদে ক্ষান্ত থাকুন যদ্যপি দুই চারি জন ইতর জাতির বালক তাঁহারদিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কএক ছোঁড়ার নাম আপন২ কাগজে বাবু উপাধি দিয়া তাহারদিগকে বড় লোক জানাইয়া অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু আমরা তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত দুঃখিত বা ভাবিত নহি তাহারা অগ্রিহেয় তাহারদিগের পরিবারেরা ঐ ছোঁড়াগুলাকে মলমূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা ঐ অর্ব্বাচীন বালকদিগের বিষয়ে যাহা লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা চর্চা কিছুই করিবেন না ইহা করাতে তাঁহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকেরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন।—সং চং।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

নববাবুদিগের নবকীর্ত্তি।—যদ্যপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ্ঞ মহাশয়েরা ঔদাস্য না করিয়া অবশ্যই বিবেচনার দ্বারা ইহার কারণানুসন্ধান করিবেন এতদুৎসাহে উৎসাহী হইয়া ভবদীয় সন্নিধানে প্রেরিত করিলাম আপনি কৃপাবলোকন

করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইবেন বাঁশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৺ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺ রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টক-নিম্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুম মাল্য প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুস্তের থালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়া নিবেদনপূর্ব্বক লিখিলাম ইতি। শ্রীজগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মব্যবস্থা

(২৩ অক্টোবর ১৮৩০। ৮ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীশ্রী৺ শ্যামাপূজাব্যবস্থাবিষয়ে এতন্নগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ কেহ ব্যবস্থা দিয়াছেন শুক্রবার পূজা হইবেক এবং অনেকে শনিবার স্থির করিয়াছেন ... পটলডাঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য্য সুপণ্ডিত এবং ব্যাপকাধ্যাপক ইনি শনিবার পূজার ব্যবস্থা স্থির করিয়া এক ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ সহিত প্রস্তুতপূর্ব্বক মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করান......।

তৎপরে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এক ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহাতে শুক্রবার পূজা কর্ত্তব্য ইহাই অবধারিত করিয়াছেন...।—সং চং।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬। ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩)

উদ্বন্ধন মৃত ব্যবস্থা নির্ণায়ক পণ্ডিতসভা। শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। প্রথমে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে আত্মঘাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিকা এক নিষ্প্রমাণক ব্যবস্থা চন্দ্রিকা পত্রে প্রকাশ করেন।

পরে সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতেরা তদ্বিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। ঐ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিগ্ধ হইয়া নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় কাশীপুরের বাগানবাটীতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সায়ংকালে সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত রামকুমার স্থায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর স্থায়রত্ন শ্রীযুত কাশীনাথ শিরোমণি শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান বিষয়ি বিজ্ঞলোক উপস্থিত ছিলেন।

অনন্তর রামকুমার স্থায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার আপনি কি প্রমাণে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়া পাঠাইয়াছি। পরে বাবুর অনুমতিতে ঐ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিন্তামণিধৃত অগ্নিপুরাণীয় বচন বলিয়া লিখিত আছে। যথা জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিভ্যোমরণং যদি জায়তে। চান্দ্রায়ণ দ্বয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যায়নোব্রবীৎ। ঐ বচন দেখিয়া সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্নিপুরাণ চারি পাঁচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে ঐ বচন নাই। পরে তর্কালঙ্কার কহিলেন কৃষ্ণনগরের বাঁড়ুয্যেরদের সংগ্রহে আছে। পরে ঐ সংগ্রহ দুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে ঐ বচন মিলিল না। পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন বাঁড়ুয্যেরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহা আনাইয়া দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া গেল না। ইহাতে ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারকে কহিলেন আপনি পুস্তকাদি সঙ্গে না করিয়া কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্য২ লোকেরা কহিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে অবশ্য আনিতেন। পরে রায় বাবুর অনুমতিতে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঐ বচন পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে স্বয়ংপদ নাই তবে উক্ত ব্যবস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারপ্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মূলে ভুল স্থূল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।—তৎসভাস্থস্য কস্যচিৎ কায়স্থস্য।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—খানাকুলকৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুদাস তর্করত্নভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি আমরা সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া পূজার বিষয়ে পঞ্জিকাতে ব্যবস্থা লিখিয়াছি দুই দিবস পূজা হইবেক। এবং নবদ্বীপ গণপুর বালি দিগসুই বাকসা কুন্টি মেদিনীপুর বিষ্ণুপুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় যাবতীয় পঞ্জিকাকারেরা লিখিয়াছেন

দুই দিবস পূজা হইবেক তিন দিবস পূজা করা অশাস্ত্র কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন বাহাদুর আমারদের মত কহিয়া শ্রীযুক্ত গুরুদাস তর্করত্ন ভট্টাচার্য্যের নাম আপন স্বেচ্ছাতে মিথ্যা চন্দ্রিকাকারের ছাপাতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন অতএব নিবেদন যে উক্ত বাহাদুর আপন স্বেচ্ছাতে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নাম পোষকার্থে দিয়াছেন ইতি।—শ্রীযুধিষ্ঠির দেবশর্ম্মণঃ শ্রীগুরুদাস দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীরঘুনন্দন দেবশর্ম্মণঃ শ্রীরামতারণ দেবশর্ম্মাণাম্ শ্রীশ্রীরাম দেবশর্ম্মণঃ শ্রীহরদাস দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবংসীধর দেবশর্ম্মণাম্।

(২৬ আগষ্ট ১৮৩৭। ১১ ভাদ্র ১২৪৪)

মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষকরণবিষয়ক পূর্ব্বে অশ্রুত এমত আশ্চর্য্য ব্যবস্থা পত্র এই শ্রাবণের ১৮ তারিখের পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক পত্রে আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহা অনেকে প্রাপ্ত হয় না যদি আপনি অধো লিখিত পত্র দর্পণ পত্রে প্রকাশ করেন তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এইক্ষণে আমরা এই বিবেচনা করিয়া আপনকার নিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে সন্তোষ জন্মাউন।

অশেষ শাস্ত্রের আলোচনাতে আসক্ত এবং পণ্ডিতেরদের আনন্দ সমুদ্র বর্দ্ধনে চন্দ্ররূপ অথচ গুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির গুণগ্রাহক পরোপকারক অনুপম মহিম শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদের প্রেরিত পত্রে ৺শম্ভুচন্দ্র করজমহাশয়ের মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষকরণ বিষয়ক যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অনুসারে শাস্ত্র সম্মত অনেক পণ্ডিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে শ্রীমানেরদের নিকটে তাহা প্রেরণ করিতেছি শীঘ্র কৃপা করিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ করিবেন।

যদ্যপি এই বিষয়ে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার বিরুদ্ধমত ব্যবস্থা দেন তবে তাহাও প্রকাশ করিবেন যেহেতুক এই ব্যবস্থা পত্র অনেক পণ্ডিতের অনেক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ হইবেক। অতএব এই ব্যবস্থাতে যদি কোন পণ্ডিতের বিপরীতমত দৃষ্ট হয় তবে তাহা পণ্ডিতের দ্বারা অবশ্য আমরা সমাধান করিব বাহুল্যে আবশ্যক নাই এই পর্য্যন্ত থাকুক। শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তী।

প্রশ্নঃ।—কাশীতে মৃত্যু হওন নিমিত্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যার দশ বৎসর বয়স্ অতীত হওয়াতে রজো দর্শনের আশঙ্কায় তাহার ভ্রাতা ঐ ভগিনীর বিবাহ দেওনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব্ব দিনে পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করিবেক কি মাসিকাপকর্ষ না করিয়া করিবে ইহার ব্যবস্থা আচার ও শাস্ত্র সম্মত লিখিবেন।

উত্তর।—কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যার দশ বৎসর বয়স অতীত হওয়াতে রজস্বলা শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহার্থ পূর্ব্ব দিবসে তাহার পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ।

ইহার প্রমাণ।—…শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং সিমলা। শ্রীরামকান্ত শর্ম্মণাম সাং বাগবাজার। শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম সাং বরাহনগর। শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং বাগবাজার।

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিণ্ডীকরাণপকর্ষ কর্ত্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ষ শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ।…শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং কালীঘাট। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং ভবানীপুর। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং ভবানীপুর।

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও পুত্রাদি বিবাহাদির নিমিত্ত সপিণ্ডীকরণাপকর্ষের নিশ্চয় করিলে মাসিক সকলেরো অপকর্ষ করা যুক্ত বটে…। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণাম সাং ভূকৈলাশ।

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব পিতা মাতার অবিবাহিতা কন্যার দশবৎসর বয়স অতীতপ্রযুক্ত রজোদর্শন আশঙ্কাতে ঐ কন্যার ভ্রাতাদি পাপপরিহারের নিমিত্তেই পূর্ব্বদিবসে মাসিকাদি সপিণ্ডীকরণান্ত কর্ম্ম করিয়া পরদিবসে ঐ ভগিনীর বিবাহ দিবে ইহা পণ্ডিতেরদের মত। শ্রীরামকমল শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীরামহরি শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম সাং বালি।

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ স্থলে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য মাসিক সকলেরও অপকর্ষকরা শাস্ত্রসিদ্ধ শিষ্টলোকের আচারো সেই প্রকার ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। শ্রীরামধন শর্ম্মণাম সাং সিঙ্গুরে।

ষষ্ঠ মাসে বিবাহাদির পূর্ব্বদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিবে কিন্তু ষষ্ঠ মাসিকের পরই তাহা করিবে না ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মণাম সাং জনাই।

(১০ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪)

মহামহিম শ্রীযুত পণ্ডিতবর্গ সমীপেষু।—প্রশ্ন। এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভয় দেশে উপনয়নাদি কর্ম্ম হইতে পারে কি না ইহার শাস্ত্রানুসারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর।—এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বঙ্গ এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিরূপ কর্ম্ম হইতে পারে না ইহা পণ্ডিতদিগের পরামর্শ।

ইহাতে প্রমাণ।— ... ...

ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীনিমাইচন্দ্র শিরোমণি শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশম্ভূচন্দ্র বাচস্পতি ঐ
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীহরনাথ তর্কভূষণ ঐ
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ স্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরামজয় শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীগদাধর তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীহরিপ্রসাদ তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীপ্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীসর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ঐ
কাশী পাঠশালাস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রি পাণ্ডেয়োপনামক শ্রীঈশ্বর দত্ত শর্ম্মণাম্
সদর দেওয়ানী পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপনিবাসি শ্রীদেবীচরণ তর্কালঙ্কার ঐ
তথা শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীশ্রীরাম শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্

পুরণিয়া রাজ সভাধ্যক্ষ জ্যোতির্বিচ্ছ্রীমন্থ্য শর্ম্মণাম্ বরেলি নিবাসি শ্রীচেতেন্দ্র শর্ম্মণাম্

খিদিরপুর নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম্
কুমারহট্ট নিবাসি শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্
খামারপাড়া নিবাসি শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ঐ
আড়পুলি নিবাসি শ্রীপার্ব্বতীচরণ ঐ
নৈহাটি নিবাসি শ্রীরামকমল ঐ
উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীউমাকান্ত ঐ
বালি নিবাসি শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণাম্
করাসডাঙ্গা নিবাসি শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্
বাঁশবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্

যশোহর নিবাসি শ্রীবিরূপাক্ষ শর্ম্মণাম্
খড়দহনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রীহরচন্দ্র ঐ
পাঞ্চালদেশ নিবাসি শ্রীজীবনরায় ঐ
সর্ষুপার নিবাসি শ্রীরামশরণ শর্ম্মণাম্
পাঠশালাস্থ শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মণাম্

ধর্ম্মস্থান

(১৫ মে ১৮৩০ । ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

বৈদ্যনাথ।—বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবালয় অর্থাৎ বৈদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় বনের মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্তু সেই বনে এক্ষণে বসতি হইয়াছে ঐ সকল মন্দিরবাটীর পরিসর প্রায় এক পাদ পরিমিত হইবে এবং যাত্রিরদের উপকারার্থে তৎসন্নিহিত স্থানে তিনটা পুষ্করিণী খনন হইয়াছে ঐ সকল পুষ্করিণীর জল পদ্মপুষ্পাচ্ছন্ন আছে। ঐ বাটীতে গয়াধামের মত ১৬ মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হস্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ হস্ত পরিমিত এবং ঐ সকল মন্দিরের চূড়াতে ত্রিশূল অর্পিত আছে ও ঐ সকল মন্দিরের চত্বর প্রস্তর নির্ম্মিত ও তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দরজাগুলি অতিশয় খর্ব্ব তন্মধ্যে যে প্রধান মূর্ত্তি সে মহাদেবের এবং ঐ মন্দিরে দিবা রাত্রিতে একটা আলোক অতিদূরহইতে সন্দর্শন হয় ও ঐ দেবালয় সকলের দেয়াল ও মেজে ধুম ও তৈলেতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। অপর যে সকল যাত্রিরা ঐ দেবালয়ে গমন করে তাহারা হরিদ্বার এবং অন্যং পবিত্রস্থান হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক যেমন ঐ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে তেমন তদ্দ্বারা ঐ শিবলিঙ্গের মস্তকে অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্ম্য ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যং সকল অতিপবিত্রস্থানের মাহাত্ম্যের তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও কর্ণাটদেশের চিলম্বারম্ ও ত্রুপমালি স্থান যদ্রূপ পাবনস্বরূপে খ্যাত তদ্রূপ ঐ বৈদ্যনাথ স্থান পাবন তদপেক্ষা কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ স্থান শ্রেষ্ঠ। অপর হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সেই স্থানে প্রতিবৎসরে কেবল জিলা বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ যাত্রি উপস্থিত হয়। ক্লীবেলণ্ড সাহেব ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব যে সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট ঐ মন্দিরের প্রধান অধিকারির বৃত্ত্যর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ গ্রাম প্রদান করেন।

ঐ সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় না যেহেতুক মহাদেব মণ্ডলি নামক মঠের বহির্দ্বারের উপরিস্থ এক প্রস্তরে খুদিতাক্ষরদ্বারা বোধ হয় যে ঐ সকল মন্দির শালিবাহন রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল। দেবালয়ের সন্নিহিত চতুষ্কোণের মধ্যে আরও কএক মন্দির আছে সে সকলি বৈদ্যনাথের মন্দিরের

ব্যাপা। বিশেষতঃ প্রথম হরলি জুরি অর্থাৎ দুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্থাপিত এক মন্দির। সেই মন্দিরের পূজকেরা কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলদ্বীপহইতে আনীত হন সেই সময়ে এই স্থানে বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব তাঁহারা ঐ মন্দিরের নিকটে প্রাচীন দুই বৃক্ষের গুঁড়ি যাত্রিরদিগকে দর্শন করান এবং ঐ গুঁড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে ও তাহার তলে নীলকণ্ঠের এক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে ত্রিশূল কুণ্ডনামক একটা অতি আশ্চর্য্য চৌবাচ্ছা আছে তাহা ১৬০ হস্তপরিমিত পরিসর এবং তাহার চতুর্দ্দিগ প্রস্তরেতে মণ্ডিত সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষয়ণীয় অর্থাৎ সর্ব্বদা ঐ আকরহইতে জল উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যনাথের নিকটে তপস্তবননামক এক বন আছে তৃতীয়তঃ তন্নৈর্ঋতকোণে চৌল পর্ব্বতনামক এক পবিত্র স্থান আছে। চতুর্থতঃ তাহার এক ক্রোশ পশ্চিমে নন্দননামক এক বন আছে।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

ভারতবর্ষের দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্তি।—লণ্ডন নগরের কোম্পানি বাহাদুরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইণ্ডর সাহেব নীচে লিখিতব্য দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাকা প্রাপ্তি হয় তন্মধ্যে এই তফসীল করিয়াছেন।

গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	৯৯২০৫০
গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	৪৫৫৯৮০০
গত ষোল বৎসরে প্রয়াগে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	১৫৭৪২৯০
গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে ত্রিপেটি তীর্থে যাত্রির স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	২০৫৫৯৯০
সর্ব্বসুদ্ধ। ...	৯০২২১৫০

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

আসামদেশের উমানন্দ পর্ব্বতের অঙ্গ হীন।—গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্ব্বদেশেই বিপদ ঘটিয়াছে······। ঐ ঝড়ে যে অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে তাহা লিখি কখন শুনা যায় নাই যে ঝড়ে পর্ব্বত পড়ে ঐ ঝড়ে তাহাও পড়িয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে স্থিত ভস্মাচলনামক পর্ব্বত তাহাতে শ্রীশ্রীউমানন্দ নাম ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যনাথ মহাদেব বিরাজমান ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণদিগে প্রায় দশবার হস্ত পরিমাণ এক খণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে এমত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই গত বৎসর ঐ পর্ব্বতের এক বৃক্ষ উৎপাটন হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল

তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ দেখিয়া রাজ্যের অলক্ষণ বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে ঐ পর্ব্বতের অঙ্গহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন ইতি ২৬ আশ্বিন। কস্যচিৎ কামরূপনিবাসিনঃ।—চন্দ্রিকা।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

শ্রীবৃন্দাবন।—শ্রীবৃন্দাবন ধামবিষয়ক নিম্নে লিখিত যে বিবরণ আমরা মফঃসল আকবরহইতে এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের সন্তোষার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্যই তাঁহারদের সন্তোষ জন্মিবে।

শ্রীবৃন্দাবনধাম অতিপ্রসিদ্ধতীর্থ। এবং বঙ্গদেশীয় ধর্ম্ম নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা ঐ তীর্থে গমন করেন। প্রায় বৎসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাঁহারদিগকে দেখা যায় কিন্তু পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তাঁহারা বঙ্গদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশহইতে আগমন করেন ঐ উভয় দেশীয় যাত্রিকারা হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকেরদের ন্যায় ঘাঘরা পরিধান না করিয়া পুরুষের ন্যায় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাতীরে ও নগরীয় রাজবর্ত্মে এবং কখন২ বা শাখানগরে চঙ্ক্রম্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরতপুর কোটাপ্রভৃতির রাজারদের খরচে ঐ সকল পাবন পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহঃ মোন২ মটর দেওয়া যায় ঐ পশুগণকে কেহই হিংসাদি করিতে পারে না। এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর হইল দুই জন ইউরোপীয় সেনাপতিসাহেব ঐ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকেরা অত্যন্ত রাগোন্মত্ত হইয়া সাহেবেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবেরা ঐ অতিসঙ্কটে পলায়ন করিতে২ যমুনানদী সন্তরণসময়ে মগ্ন হইয়া লোকান্তরগত হইলেন।

উক্ত যাত্রিগণ বৃন্দাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্য করেন তাহার কারণ এই যে বৈষ্ণবের পরমোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ এগার বৎসরবয়ঃপর্য্যন্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত আছে এবং তিনি সেই ধামে নানা নামে পূজ্য। সেই স্থানে তাঁহার নানা নামেতে নানা মন্দির গ্রথিত আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তাঁহার উপাসক বৈষ্ণবগণ তাঁহার নানা নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ উচ্চ স্বরে গান করিয়া থাকেন।

বিদেশীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল অট্টালিকা ও অনেক২ সুদৃশ্য স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাতে যমুনাতীরস্থ অট্টালিকাদির যেমন শ্রেণী তদনুসারে পশ্চিম ধারঅবধি আরম্ভ করিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে। নানা সুদৃশ্য বস্তুর মধ্যে প্রথমতঃ অতিসুচারু কদম্ব বৃক্ষ নগরপ্রান্তে যমুনানদীর প্রতি শাখাতে নংনম্যমান আছে। কথিত আছে যে ঐ স্থানহইতে কালিয় নাগের মস্তকোপরি কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়াছেন এবং কহে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নেতে ঐ কদম্ব বৃক্ষ চিহ্নিত আছে ইহা স্মরণার্থই তাবৎ ব্রজ দেশ ব্যাপিয়া কদম্ববন রোপিত হয় ঐ বনের নাম কদম্বখণ্ডী।

ঐ বিখ্যাত কদম্বতরুর কিঞ্চিন্নিম্নভাগে রক্ত বর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ এক

মন্দির আছে এবং তাহার চতুর্দ্দিগেও তদ্রূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত অনেক ক্ষুদ্র কুঠরী আছে। ঐ মন্দিরের চূড়োপরি এতদ্দেশীয় লোকের উষ্ণীষের ন্যায় এক আকৃতি নির্ম্মিত আছে তাহা এমত দৃশ্যমান হইয়াছে যে অগ্রভাগে গ্রন্থিবিশিষ্ট একটা রক্ত বর্ণ বস্ত্রের খণ্ডবিশেষ। তাহা কাবল অথবা পাঞ্জাবদেশীয় এক জন বণিককর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা মদনমোহনকা মন্দিরনামে বিখ্যাত ঐ মন্দির অতিসুদৃশ্য ও অতিদূরদৃশ্যও বটে তাহার নিকটে অপর দুইটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদন্তরিত পূর্ব্বভাগে ভরতপুরের রাজবংশ্য গঙ্গারাণীকর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত এক ক্ষুদ্র রাজবাটী আছে। ঐ রাজবাটী সর্ব্বত্র কাছারীবাটীনামে বিখ্যাত ঐ বাটীর দক্ষিণভাগে যমুনাতীরে উক্ত রাণীর বাসস্থান ঐ রাজবাটী দোতালা। এবং ভরতপুরের অন্তঃপাতী ভূবাসস্থানের সন্নিহিত অতিনির্ম্মল শিশুমৃগের ন্যায় বর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত যে রাজবাটী তাহার অন্তঃপ্রকোষ্ঠের তাবন্নির্ম্মাণও তদ্রূপ প্রস্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহা অতিসুদর্শনীয়। মথুরাস্থ শিবিরহইতে যে সাহেবেরা বৃন্দাবন দর্শনাদি করিতে আইসেন তাঁহারা প্রায় ঐ স্থানেই ভোজনাদি করেন।

ভরতপুরের রাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একটা চবুতর আছে এবং তাহা প্রস্তর বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী নৃত্যাদি করিতেন ঐ স্থানহইতে কিঞ্চিদন্তরে এবং নদীহইতে কিঞ্চিদ্দূরে জয়পুরের বর্ত্তমানা রাণী শ্রীকৃষ্ণের সম্মানার্থ এক অত্যুত্তম নূতন মন্দির গ্রন্থন করিয়াছেন। ঐ মন্দিরের তাবদবয়বই রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বিগ্রহের নিজমন্দির শুক্লবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ঐ মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এক বিগ্রহ আছেন তাহা হরিমোহন বৃন্দাবনচন্দ্রনামে বিখ্যাত সেই মূর্ত্তির কৃষ্ণের ন্যায় মুখ এবং তাহাতে স্বর্ণময় বংশী ন্যস্ত আছে ফলতঃ তদ্দেশে কৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ লক্ষণ এই যে কৃষ্ণবর্ণ ও বংশী ও একপ্রকারবিশেষ উষ্ণীষ আছে।

শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদন্তরে গোবিন্দজীকা মন্দির নামে এক অতিসুদৃশ্য মন্দিরের ভগ্ন অবয়ব আছে পূর্ব্বে ঐ মন্দিরই বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের সামগ্রী ছিল এবং অদ্যাপি তাহাতে যে ভগ্নাংশসকল আছে সেও পরমসুন্দর কিন্তু পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের উপরিভাগ আওরংজেব বাদশাহ্ খামখা নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির অতি-বিখ্যাত জয়পুরের রাজা জয়সিংহকর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত। তাহার নির্ম্মাণ প্রকার হিন্দুরদের মন্দিরের ন্যায় তাহার আকৃতি এক প্রকারে রোমাণ কাতলিকেরদের গির্জাঘরের ন্যায় তাহার দীর্ঘাংশ আশী হাত লম্বা এবং পরিসরে ছেষট্টি হাত। পূর্ব্ব কোণে এক প্রকার অষ্ট কোণাকৃতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় ছাব্বিশ হাত উচ্চ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাত তাহাই একপ্রকার চূড়ার ন্যায় দৃশ্য হয়। অট্টালিকার ঐ ভাগে কৃষ্ণের মহাগোবিন্দজীনামে বিখ্যাত মূর্ত্তি স্থাপনার্থ ঐ মন্দির গ্রথিত হয় কিন্তু ঐ মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্থানহইতে উত্থাপনপূর্ব্বক জয়পুরে নীত হয় ঐ

তাবৎ অট্টালিকা রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তন্মধ্যে প্রস্তরে নির্ম্মিত উত্তম২ ছবি আছে।

নগরের পূর্ব্ব কোণে গঙ্গাতীরহইতে কিঞ্চিদন্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতি সুন্দর শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটী শৃঙ্গাকার স্থাপিত আছে। কিন্তু যে ইউরোপীয়েরা মন্দিরের অন্তর্ভাগ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাঁহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পারিলাম না।

শ্রীবৃন্দাবনে আরো অনেক২ সুদৃশ্য ক্ষুদ্র২ রাজবাটী ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ ভরতপুরের লছমী রাণীর এবং কেরাউলির রাজার ও দতিয়ার রাজার এবং অতিবিখ্যাত হিম্মত বাহাদুরের অট্টালিকা আছে এবং বৃন্দাবনের ইতস্তত আম্র ও তিন্তিড়ীর অনেক উদ্যান আছে তদ্ব্যবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্তু যমুনানদীর তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাট ও বাটী মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্ ব্যক্তির লালসা না জন্মে।

(১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় মহোদয়েষু।—আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিষয় প্রকাশ হইয়া জনপদের বহুবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা নিরুপায় তাহারদের সদুপায় দর্পণদ্বারা হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ করিয়া মান দান করিবেন। জিলা হুগলির অন্তঃপাতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাঁহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীপদ কৃষ্ণানন্দ নামে এক জন দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রজারদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। এবং তাহাতে প্রজা সকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণনে বর্ণাভাব। যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতিধার্ম্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার জজ মাজিস্ট্রেট ছিলেন। দণ্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবায় তিন চারি মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। তৃতীয়তঃ দুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দণ্ডীমজকুরকে পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে ঐ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম সুখে কালযাপন করিতেছিল।

সংপ্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের সাহেবেরা তজবিজ করিয়া ঐ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দণ্ডিকে সেবাত করিতে জিলায় কালেক্টরীতে অনুজ্ঞা করেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব ঐ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশতেহার জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার এক জন পরমানন্দনামে অতি-জ্ঞানবান। দ্বিতীয় অচ্যুতানন্দ ঐ দুষ্কর্ম্মান্বিত দণ্ডি চেলা। তৃতীয় জ্ঞানানন্দনামে এক

দণ্ডী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবায় কালেক্টর সাহেব পরীক্ষায় পরমানন্দ দণ্ডিকে অতিবিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহ্যকরতঃ অচ্যুতানন্দকে অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছেন তুমিও সেই পথাবলম্বন কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফঃসল সুরতহালের অনুমতি লইয়া কএক জন মফঃসলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এ যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোন্ হুকুমপ্রমাণে এবিষয়ের মধ্যে বসাইয়া সুরতহাল করিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে মোকাম-মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকার বসাইয়াছিলেন ফলতঃ আমলারদিগের সহিত কৃষ্ণানন্দ দণ্ডির এরূপ পরামর্শকরাতে এই জনরব উঠিল যে তাহার চেলা গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্লোকই ভীত ও দুষ্টলোক সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্ব্বপ্রায় লোকের উপর দৌরাত্ম্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছে। এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মোকাম সোশাইডাঙ্গার নিকটে দুই তিন খান মহাজনি নৌকা মারা পড়িয়াছে যে ব্যক্তি এইক্ষণকার কালেকৃটরীর সরবরাহকার তিনি এই সকল দৌরাত্ম্যের কতক২ কালেকৃটরীতে এত্তেলা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমলাসকলই তাহার সহায় আছেন এবিষয়ে অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি-সদ্বিবেচক কিন্তু ঐ দণ্ডির চেলা পুনর্ব্বার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই ভয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম। হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণপার্শ্বে এই পত্রখানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাধিত হই যেহেতুক পরোপকারে ধর্ম্ম আছে অলমতিবিস্তরেণ। কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ।

(৭ অক্টোবর ১৮৩৭। ২২ আশ্বিন ১২৪৪)

জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয়।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টরের আজ্ঞাবশত গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের কর উঠিয়া দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকলে জানেন কোর্ট অফ ডৈরেকটরের ইচ্ছানুসারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে লিখিব।

১৮৩৫ সালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত বেতন যাহা দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা দিবেন আর জগন্নাথের মন্দিরের যে সকল কার্য্য তাহাতে যেন ইঙ্গরেজের হস্তার্পণ না হয় এবং তৎকর্ম্ম উত্তমরূপে হয় তন্নিমিত্ত ১৮০৯ সালের ৪ আইনানুসারে খুরদার রাজার প্রতি ঐ সকল কর্ম্মের ভারার্পণ হয় পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যত বেতন দিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮০৮ সালে লর্ড মিণ্ট সাহেব ৫৬,০০০ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিম্বা বসাত ক্রয়করণে পাণ্ডারদিগের অক্ষমতাপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে উড়িষ্যার সুবেদারেরা যেমত পূর্ব্বে দিত এইক্ষণে

গবর্ণমেণ্টও সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপর্য্যন্ত দিয়াছিলেন তদনন্তর বনাতের গুদামঘর না থাকাতে তৎপরিবর্ত্তে ১০০০ টাকা করিয়া দিতেন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের সেবার্থ যে সকল ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাহইতে বার্ষিক ২১,০০০ টাকা উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা অন্যান্য উপায়েতে হইত আমারদিগের কটক জিলা অধিকারানন্তর ২ বৎসরপর্য্যন্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্দ্ধারিত হয় নাই ইহার পর জগন্নাথের সেবার্থ যত ব্যয় হইত তাহা যাত্রিরদিগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়া ও প্রয়াগেতে কর লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন তাহা সকলে জানিতে ইচ্ছা করেন তন্নিমিত্ত আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধো লিখিতেছি।

পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত

কর গ্রহণে আয়	২৪,৩৭,৫৭০ টাকা
সর্ব্বসুদ্ধ	২৪,৩৭,৫৭০
প্রতিবৎসর	১,১৬,০৭৪
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	১১,৫৪,৪৪০
প্রতিবৎসর	৫৪,৯৭৩
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	১২,৮৭,৭৯০
প্রতিবৎসর	৫১,১০১

প্রয়াগে মিরভর করগ্রহণে ২৪ বৎসরে অর্থাৎ ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত।

সর্ব্বসুদ্ধ আয়	১৬,৪৬,৬৫৭ টাকা
প্রতিবৎসর	৮২,৩৩২
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	১,৪০,৭৮৮
প্রতিবৎসর	৭,০৩৯
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	১৫,০৫,৮৬৯
প্রতিবৎসর	৭৫,২৯৩

গয়ালিরদের কর গ্রহণে ১৮০৩ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত ২৮ বৎসরে।

সর্ব্বসুদ্ধ আয়	৬৩,৪৬,৭৬২ টাকা
প্রতিবৎসর	২,২৬,৬৭০
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	৯,৯৭,১৮৩
প্রতিবৎসর	৩৫,৬১১
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	৫৩,৪৯,৫৭৯
প্রতিবৎসর	১,৯১,০৫৬

অদ্যপর্য্যন্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমরা দুঃখিত আছি, কিন্তু গয়া ও প্রয়াগেতে গবর্ণমেণ্টদ্বারা যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে ন্যূন এবং

শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহাতে যে ব্যয় আর যাত্রিরদিগের নিমিত্ত যে চিকিৎসাগার তাহার ব্যয় পুরীর করহইতে সম্পন্ন হয় অতএব ইহাতে জগন্নাথের সেবার্থ গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে স্বীকার করেন তাহাই হয় তদ্ব্যতিরেকে লাভ হয় না।

মহারাষ্ট্রেরদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের উপর কর নির্দ্ধারিত ছিল ঐ মহাপ্রসাদের কাষ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার আদায়করণার্থ এক জন রাজসম্পর্কীয় লোক বিক্রয়সময়ে আবশ্যক হইতে পারিত কিন্তু ইহা হইলে অত্যন্ত ক্লেশ জন্মিত এই জন্যে ঐ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটা মূল্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এই টাকা বাদে গবর্ণমেণ্টের যে বেতন দাতব্য ছিল তাহা দিতেন তথাপি সিবিল এডিটরের হিসাবে এই টাকা লেখা যায় ইহাতে তাহারদিগের পরিশ্রমমাত্র লাভ আর ইহাতে মিসেনারি মহাশয়রা নিশ্চয় বোধ করেন যে কাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্যানুসারে গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ হয় এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করাতে মিসেনারি মহাশয়রা গবর্ণমেণ্টকে অনুযোগ করেন এই জন্যেই ১৮৩৭ সালে জুলাই মাসে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নিজ পত্রে লেখেন যে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগেতেই রথ যাত্রায় সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্ঠময় মহাশয় আপন গর্ত্ত ত্যাগ করিয়া দর্শনেচ্ছুক সহস্র২ যাত্রিসমূহের নয়নগোচর হইবেন যদ্যপি ঐ ফ্রেণ্ড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা যায় যে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগে কিপ্রকারে রথযাত্রা সমারোহ হইবে তাহাতে তখন তিনি মৌন-প্রায় হইবেন আমরা শুনিয়াছি যে যাহারা দক্ষিণ প্রদেশে রথযাত্রা দেখিয়াছে তাহারা পুরীতে তদ্রূপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখিয়া পুনর্ব্বার কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছা করে না গত কএক বৎসরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৫০০০ লোক একত্র হয় ইহারা অত্যন্ত দুঃখী ও প্রায় মগ্ন হইয়া চীৎকার করে জগন্নাথের এবং পুরীর নিকটস্থ রথের দ্বাদশ হস্তী আছে আর কতিপয় ইউরোপীয় লোকও দর্শনেচ্ছু হইয়া আসিয়া থাকে ইহা হামিণ্টনকৃত ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটেতেও লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড মহাশয় কি কারণ কহেন যে পুরীর নিকটস্থ লোক না থাকিলে রথ অর্দ্ধেক পথে ক্লেদমধ্যে পড়িয়া থাকিত তিনি কি সকলকে আপনার ন্যায় অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাণ্ডা মনে করে যে সাহেব লোকেরা জগন্নাথের পূজার নিমিত্ত উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক২ বার তাহারদিগকে রথ দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব বোধ হয় যে মিসেনরি সাহেবেরা যখন২ সে স্থানে গমন করেন তখন তাঁহারা কেবল পাণ্ডাদিগের ঐ অজ্ঞানহেতু অপমান প্রাপ্তহওন হইতে রক্ষা পান আর মিসেনরি সাহেবেরা সে সময়ে ঘোষণাকরত যাহা বলেন তাহা কেহই বুঝে না এবং যে পুস্তক তাঁহারা বিতরণ করেন তাহাতে তাঁহারদিগের অভীষ্টসিদ্ধ কদাচ হয় না কেননা তাঁহারা যে স্বাধানে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার করে

ইস্পেনদেশীয় লোকেরদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ যখন নির্ম্মাল্য গোধূমপিষ্টক তাহারদিগের সম্মুখে স্থাপিত করেন তখন এক জন বৈধর্ম্মিক তাহারদিগের মনে অন্য প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে যে মত নিষ্ফল হয় তদ্রূপ রথযাত্রাকালীন মিসেনরি সাহেবেরদিগের উপদেশ বৃথা হয়।

সে যাহা হউক রাজাজ্ঞাপ্রযুক্ত যাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭,০০০ টাকা অঙ্গীকারমতে অবশ্যই দিতে হইবে কিন্তু ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১,০০০ টাকা লইয়া থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা কেবল দুইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট দান করিতে পারিবেন ইহার প্রথমপ্রকার এই যে আপনারদিগের কোষহইতে প্রতিবৎসর ৩৬,০০০ টাকা দিউন কিম্বা ঐ টাকা বার্ষিক উৎপত্তিবিশিষ্ট ভূমি ইহার পরিবর্ত্তে দান করুন দ্বিতীয়প্রকার এই যে খুরদার রাজার সহিত কোন বন্দোবস্ত হউক যে তিনি ঐ কর গ্রহণ করিয়া ব্যয়ব্যতীত অবশিষ্ট টাকা নিজস্ব করিয়া লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দোষ দেখি না কেবল গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইবে কেননা তাহারদিগের ৩৯,০০০ টাকা দান করিতে হইবেক আর তদ্ব্যতিরিক্ত যে ৬১,০০০ টাকা রাস্তার নিমিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন কিন্তু যদি এরূপ ব্যয় করিতে পারেন কিম্বা মিসেনরিরা যদি আর কোন উপায় দেখাইতে পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই যদ্যপি জাহাজের কর বৃদ্ধি করিয়া এ টাকার উৎপত্তি হয় তবে মিসেনরিরা জানিবেন যে তাঁহারাও অন্য লোকের সহিত জগন্নাথের বাদ্যকরের বেতন দিয়া থাকেন আর যে২ করযুক্ত বস্তু তাঁহারা ভোগ করেন তাহার কিঞ্চিৎ কর দেবপূজা বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় তথাপি গবর্ণমেণ্ট যে ঐ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিবেন আরও কহি যদ্যপি যাত্রির কর রোধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক দিবস পর্য্যন্ত তীর্থ করিতে যাইবেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদায় হয় তাহা পাণ্ডারদিগের হস্তে যাইবে পাণ্ডাতে এপ্রকার ধনের বর্ষণ হইলে কখনই আলস্যবান হইয়া থাকিবে না দ্বিতীয় পন্থা স্থির করা দুষ্কর ১৮০৯ সালের ৪ আইনের ৬ অধ্যায়ে যাত্রিরদিগের পথ উত্তরে কেবল উত্তর নলাঘাট ও দক্ষিণে লোকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই দুই স্থান মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে আছে আর যাত্রিরা কেবল কালেকটরের আপীসের অনেক পেয়াদা থাকাতে হইতে পারে না আর যে পাশ না দেখাইলে মন্দিরে যাইতে পারে না ইহাতেও তাহারদিগের নিষ্করে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কর সকয় পুরীর বাহিরে করা আবশ্যক কেননা স্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথকে বাহিরে আনিতে হয় ও রথযাত্রার সময় রথদ্বারা প্রায় এক ক্রোশ পথ আনয়ন করিতে হয় অতএব লোকেরা স্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়া এক পয়সাও না দিয়া ফিরিয়া যাইবেক অতএব যাত্রী নহে ইহা নিশ্চয় স্থির না করিলে কাহাকেও পুরীর মধ্য আসিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্তু ইহা করিলে সর্ব্বদা বিবাদ জন্মিবে যে২ ব্যক্তি রাজার ইচ্ছামত কর দান না করিবেক তাহারদিগকে রাজা হয়তো আসিতে দিবেন না সুতরাং অনেকে একত্র হইয়া কলহ করিতে উদ্যুক্ত হইবেক

ইহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সহকার্য্য প্রার্থনা করিবেন। রাজা কিপ্রকার যাত্রিগণহইতে টাকা বলদ্বারা আদায় করিবেন তাহা অনুভব করা দুষ্কর নহে ইহাতে যাহারা বিহিত কর দিবেক না তাহারা সকলই বিলম্বপ্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিষ্করে গমন করিতে পারে যে সিপাহী লোক তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেক আর যে২ পর্ব্বতীয় রাজার প্রতি লোকেরদিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরদার রাজা এক জন যশস্বী অতএব দেশে এপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদায়ক হইয়া অত্যন্ত প্রবল হইবেন পরে তাহা হইতে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরবাসিরা তাহারদিগের অধ্যক্ষের দোষে কিপর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি খুরদা দেশ গুমসর দেশের নিকটবর্ত্তি দুই দেশের রীতি ধারা এক প্রকার আর লোকেরদিগের ভাষাও প্রায় এক ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যে অত্যন্ত ক্লেশে জগবন্ধুর উপপ্লব দমন হয় তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই অতএব এপ্রকার কার্য্য কর্ত্তব্য নহে সুতরাং অবশ্যই গবর্ণমেণ্টকে পুরীতে ঐ ব্যয় স্বীকার করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে নক্ষিত করও ত্যাগ করিতে হইবেক।

আমারদিগের বোধ হয় যে কর সঞ্চয় রোধ না করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া পাণ্ডাদিগকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করণার্থ ৩৬,০০০ টাকা দান করা শ্রেয় কেবল পাশ দিবার বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে হইবেক কিন্তু তাহা শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে আর যাহা কর গ্রহণে আয় হইবে তাহা পুরীতে বা কলিকাতাতে এক পাঠশালা স্থাপনার্থ এডিউকেসন কমিটির হস্তে দান করা উচিত ঐ পাঠশালাতে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস হইবে ১,০০০ এবং ২,০০০ টাকা করিয়া উত্তম ইঙ্গরেজী লেখককে পুরস্কার করা কর্ত্তব্য এই লেখার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইবেক আর যাহারা কিয়ৎকাল ঐ পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাস করিবে তাহারাই এপ্রকার পরিতোষিকের পাত্র হইবে ইহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি ও সুচেষ্টার বৃদ্ধি হইবেক এবং ইহাতেই তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর হইবাতে তাহারদিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যথার্থ শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন তাহাতে সকল জাতিতেই এ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবেক।– জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

হিন্দুকালেজের নিকটবর্ত্তি প্রস্তাবিত গির্জা।—হিন্দু কালেজের নিকটে যে গির্জা স্থাপনার্থ শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত অ.চডিকন সাহেব কল্প করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে গত সপ্তাহের সম্বাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ এই বিশেষতঃ উক্ত সাহেবেরা ঐ গির্জা স্থাপন করিয়া তাহাতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বাড়ুয্যেকে ধর্ম্মোপদেশকর্ত্তা রূপে নিযুক্তকরণের মানস করিয়া গির্জা স্থাপনার্থ হিন্দু কালেজের নিকটবর্ত্তি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে ঐ গির্জা নির্ম্মাণের তাবৎ বন্দোবস্ত হওনের পর এবং বুনিয়াদে পাতর পুঁতিবার দিন স্থির হইলে পর হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বিশোপ

সাহেবের নিকটে গমন পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন যে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন হইলে হিন্দু-কালেজের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাত্রেরদের পিতা মাতারা এই বোধ করিবেন যে বালকেরা পাছে খ্রীষ্টীয়ান হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে কালেজ হইতে বাহির করিয়া লইবেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা যে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন না হয় এবং চিকিৎসা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষেরাও এতদ্রূপ এক দরখাস্ত ঐ শ্রীযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন ঐ দুই দরখাস্ত পাইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব উক্ত স্থানে গির্জা স্থাপন স্থগিত করিয়া হিন্দু-কালেজের কমিটিকে কহিলেন যে ঐ স্থানহইতে পোয়াক্রোশ অন্তর বড়রাস্তার ধারে এতদ্রূপ অন্য এক খণ্ড ভূমি যদ্যপি আমারদিগকে দেন এবং ঐ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দেন তবে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন করা যাইবে না তাহাতে কমিটি স্বীকৃত হইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা মাতারদিগকে বারণ করিয়া দেওয়া যাইবে যে তাঁহারা বালকেরদিগকে ঐ গির্জাতেও না যাইতে দেন।

(২৩ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

নূতন মন্দির।—সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগম হইল যে শ্রীযুত রস্তমজি কওয়াসজি ডুমতলায় অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বজাতীয় কতিপয় পারসীয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অগ্নির উপাসক।

আরো অবগত হওয়া গেল যে টেপুসুলতানের বংশ্য একজন ধর্ম্মতলা ও কসাইটোলার রাস্তার কোণাকোণি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত সকলের দৃশ্য ঐ স্থানে এক বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করিবেন।

কলিকাতার কোন্ অংশকে ডুমতলা বলিত তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে। বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীটই ডুমতলার স্থান অধিকার করিয়াছে। উপরে যে পার্শীমন্দির-নির্ম্মাণের কথা আছে তাহাই ২৬নং এজরা ষ্ট্রীটে অবস্থিত বর্ত্তমান পার্শী-মন্দির। থ্যাকারের ডিরেক্টরীতেও দেখিতেছি :—

Ezra Street
Doomtolee-ka-rusta
26 Parsee Fire Temple.

ধর্ম্মসভা

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

১৮৩০—জানুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে ধর্ম্মসভা স্থাপিতা হয়।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

ধর্ম্মসভা।—গত ৩ ফাল্গুন রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল···। শ্রীযুত বেহারিলাল চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল

সম্পাদক ইহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত করাইবেন অপর তাঁহার সৎপ্রার্থনানিমিত্ত ধন্তবাদ করিলেন।—সং চং।

যাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট তুলাবাজারের বিহারীলাল চৌবের নাম সুপরিচিত। চৌবে-মহাশয়ের বাটীতে ১৮১৯ সালে এক বিরাট বিচার-সভার আয়োজন হয়; রামমোহন রায় তর্কে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত', পৃঃ ২৪২)

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ঐ সভায় সভ্যগণ আগমনানন্তর পূর্ব্ব বৈঠকের অনুমতি মত যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে তাহা সমাজের বিদিত করা গেল…। তৎপরে [হাটখোলার] শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তের প্রেরিত পত্র পাঠ করা গেল তাহার তাৎপর্য্য ঐ দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগের উপর সতীদ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়া দত্ত বাবুর দলে তাঁহারদিগের নিমন্ত্রণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাহুল্যরূপে লিখিয়া সমাজকে জ্ঞাত করাইয়াছেন।…চন্দ্রিকা।

(১৫ মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০)

ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মসভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদকের অত্যাশ্চর্য্য ব্যবহারের দ্বারা গত সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিশেষ বৃত্তান্ত এই সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের ও শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে বিবাহ হইয়াছে তাঁহারা উভয়ই অতিধনী ও মান্ত। বাবু মথুরানাথ মল্লিক রামমোহন রায়ের মিত্র এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় যখন শুনিলেন যে ঐ বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তখন ধর্ম্মসভার এক বৈঠক করাইয়া ঐ সভার প্রধান২ অধ্যক্ষ অথচ কলিকাতার প্রধান২ দলপতিরদিগকে ঐ বিবাহে নিমন্ত্রিত কায়স্থেরদের গমনবারণার্থ যথাসাধ্য প্রবোধ জন্মাইলেন তাহাতে তদনুকারি এক হুকুম জারী হইল এবং ঐ বিবাহে যে ঘটক কুলীনেরা গমন করিবেন তাঁহারদিগকে অব্যবহার্য্যতার ভয় দর্শান গেল তৎপ্রযুক্ত অনেকে তথায় যাইতে অসম্মত হইলেন আরো ধর্ম্মসভা প্রত্যেক জন কায়স্থের স্থানে এক২ একরারনামা লিখিয়া লইলেন তাহার প্রতিলিপি এই।

ধর্ম্মসভার প্রতিজ্ঞাপত্র।

গৌড়দেশস্থ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমস্তকে ধর্ম্মসভার অনুমত্যনুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে গত ২০ ফাল্গুন রবিবার রাত্রে ধর্ম্মসভার বৈঠকে সভাধ্যক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন

ও মৌলিক কায়স্থসকলে বিবেচনাপূর্ব্বক যে স্থনিয়ম করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তদবিকল নীচে লেখা যাইতেছে যিনি ঐ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়া সর্ব্বসাধারণে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক হইবেন তিনি ধর্ম্মসভায় স্বেচ্ছামতসময়ে আসিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন এবং দূরদেশস্থ মহাশয়েরা পত্রের দ্বারা স্ব২ নাম ব্যক্ত করিলে স্বাক্ষরকারিদিগের শ্রেণী মধ্যে গণিত হইবেন ইতি ২৬ ফাল্গুণ ১২৪০ সাল ধর্ম্মসভা দপ্তর।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য।

শ্রীশ্রীধর্ম্মসভা বরাবরেষু।

প্রতিজ্ঞাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর শুনিলাম ঐ সিংহ বাবুর পিতৃব্যপুত্রের বিবাহ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভ্রাতৃকন্যার সহিত হইবে ইহাতে তৎসংসর্গাশঙ্কায় আমরা ঐ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে সংস্রব করি নাই কিন্তু কএক জন ঘটক ও কুলীন ঐ সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমরা ঐক্যমতে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম ঐ সংসর্গিদিগের সহিত কুলধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহাদি সম্বন্ধ করিব না অনাচারির জলাদি ব্যবহারে ধর্ম্মলোপ হইতে পারে এ কারণ সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্গুণস্য ১৭৫৫ শকস্য চ।...

এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পিতা নন্দলাল সিংহের বিবাহের কথাই বলা হইয়াছে।

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৪ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।...ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে আমরা প্রণিপাতপূর্ব্বক কতিপয় প্রশ্ন করিয়া উত্তরাকাঙ্ক্ষি আছি।

প্রথম প্রশ্ন। সকলের বিদিত আছে যে শাক্ত বৈষ্ণবেরদিগের ধর্ম্ম বিষয়মতের সর্ব্বদা বিভিন্নতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে ঐ উভয়-পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য না হইয়া সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মতাবলম্বি ব্যক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শাস্ত্রার্থবোধে বাদানুবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া অভিনব নহে। যদি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন এরূপ জনরব আছে। তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথা অধরামৃত ভক্ষকেরা ত্যাজ্য না হওনের হেতুবাদ কি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এতন্নগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসন্তান ধর্ম্মসভার উপযুক্ত হইতে পারেন কি না।

তৃতীয় প্রশ্ন। কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোদ্ভব পরম মান্যব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত স্বকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্ব্বক জবন ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া "আনারো নাম্নি জবনি রমণীকে মহম্মদীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনেরা তাহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তে

এজ্জত আলী খাঁ নামকরণ করে তিনি ঐ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিক্রমে রোজ নমাজে তৎপর হইয়া বহুদিবস ঘরবসত করেন পরে উক্ত খাঁ সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত ভক্ষ্যভোজ্য করিয়া পুনরায় খাঁ সাহেবকে হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি ঐ এজ্জত আলী খাঁর উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানেরা যাহারা খাঁ সাহেবের সমন্বয়কালীন ছিলেন হিন্দু মহাশয়দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উপস্থিত দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি না।

চতুর্থ প্রশ্ন। এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নান্নিজান ও সুপনজান ও নিকি প্রভৃতি জবনী নর্ত্তকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মির্জা জান তপগের সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান্নভূক্ত থাকিয়া নগরকীর্ত্তনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে ঐ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারেরা এই দলাদলির উদ্যোগে বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না।

যদি উপরিউক্ত মহাশয়েরা হিন্দুসমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্ম্মসভার বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ত্রের বিপরীত অন্য কোন শাস্ত্রানুসারে থাকে তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপ্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্ম্মসভার অগ্রাহ্য হয়। আমরা জ্ঞাত আছি যে অনেক২ নির্দ্দোষি নিষ্কলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরা ধর্ম্মসভার দলভূক্ত আছেন তাঁহারা কি উক্ত বিষয়ে পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি। নিবেদনপত্রী কস্যচিৎ শ্যামবাজার নিবাসিকস্য বিপ্রস্য।

শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত "রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়" পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।— ···সংপ্রতি একটা শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহা কিছুই জানিতে পারি না কিন্তু শুনিয়াছি ব্রহ্মসভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রহ্মসভায় প্রতি বুধবার রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি অতি-পরিপাটীরূপে হয়। তদনন্তর শাখা ধর্ম্মসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি হয় পরন্তু প্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় আমরা অনুভব করি যে কথিত শাখা ধর্ম্মসভা কিয়ৎ কালান্তে ছাতারের নৃত্য হইবেক অর্থাৎ ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া একটা ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা উত্তম নৃত্য করিব বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল পরে অনেক কাল নৃত্য করিতে২ ময়ূরের নৃত্য ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরম্ভ করিল। সম্পাদক মহাশয় শাখা ধর্ম্মসভা তাদৃশ হইবেক। ২১ আগস্ত ১৮৩৫ সাল।

(২৩ জুলাই ১৮৩৬ । ৯ শ্রাবণ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতার গরাণহাটার ৺গৌরমোহন বসাকের বাটীতে এক শাখা ধর্ম্মসভা হইয়া থাকে তাহার সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ ব্রহ্মচারী সর্ব্বতত্ত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এবং শ্রীযুত রামলোচন শিরোমণি মহাশয় ভগবদ্‌গীতাদি পাঠ করিয়া থাকেন। উক্ত সর্ব্বতত্ত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্ম্মকাণ্ডীয় এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় বিষয়ে যাঁহার যে প্রশ্ন কিম্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথ্যার্থ সিদ্ধান্ত পাইবেন। আরো তিনি প্রমুখাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে এতন্মহানগরের মধ্যে যদি কোন তত্ত্ববিচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাঁহারা নিকটবর্ত্তি হইয়া বিচার করিলে বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। একারণ আমরা তত্ত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন যে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশকরণে অশক্ত হইল।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। ধর্ম্মসভার পতিবিয়োগ।—প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ধর্ম্মসভাপতি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ কিছু দিন হইল ঐ সভার প্রতিজ্ঞায় অবজ্ঞা করিয়া অন্য সভাপতির বাসনায় নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংপ্রতি দলকলকুশল কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুর মানস সম্পন্ন হইয়াছে। যেহেতুক গত সংক্রান্তি দিবসে ঐ বাবুর বাটীতে তুলার অতুল্য সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রধান ধার্ম্মিক বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি বাবু মথুর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্যাপ্রদান করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ যাঁহার পিতৃব্যপুত্রের বিবাহকালীন ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশিষ্ট কায়স্থ মহাশয়েরদের নিয়মপত্র লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ প্রধান কায়স্থ ধর্ম্মভয়ে দলাদলবিষয়ে নিরস্ত শ্রীযুত বাবু শম্ভু চন্দ্র মিত্রজ ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসুজ আর ধর্ম্মসভাপতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজের পৈতৃক দল ও উক্ত বাবুর পত্তনিয়া শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মিত্রের স্বকৃত দল সকল ঐক্য হইয়া মাল্যচন্দন করিয়া সভান্তরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মসভা পতিবিরহিণী অতিদুঃখিনী হইয়া শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এক পদ ধর্ম্ম ভাবিয়া আশুতোষ দেবের উপাসনা করিতেছেন। সে যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের বিষয় ধর্ম্মসভা চীরকালীন পতিব্রতা প্রিয়তমা ছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপশ্চিরা যে যথেষ্ট খাদ্য নানাবিধ গানবাদ্যাদির অনুরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় অন্যাসক্তা প্রিয়তমার অনুরক্ত হইতে উদ্যাক্ত হয় তাহারা কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয় মনেও করিল না হায় কি বিভ্রাট ইতি। কস্যচিৎ সমদর্শিনঃ।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

নূতন ধর্ম্ম সভা।—আমরা শুনিলাম যে কলিকাতায় নূতন এক ধর্ম্ম সভা স্থাপনের কল্প হইতেছে। সংপ্রতি ধর্ম্ম সভান্তর্গত কোন২ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তাঁহারদের মুখাপেক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার হইল না ইহাতে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নূতন ধর্ম্ম সভা স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

ফলতঃ প্রভাকর সম্বাদপত্রের দ্বারা বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি জাতীয় বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচ্য হয় না কিন্তু নিস্ব ব্যক্তিরা যদি ক্ষুদ্র অপরাধও করেন তথাপি তিনি ধর্ম্ম সভাতে অব্যবহার্য্য হন।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২ আশ্বিন ১২৩৮)

কএক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো স্থানে ব্রহ্মসভানামক এক সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মবিষয়ক গান হইয়া থাকে ঐ সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তদর্থে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পাঠ শ্রবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি সৌরি বাসরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাঁহারা বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন বিশেষতঃ ভাদ্র মাসে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করণানন্তর তৎসভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাঁহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ নিয়ম করিয়াছেন এতদ্ব্যতিরিক্ত সময়ে ও তৎসভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রতি ১৯ ভাদ্র শনিবার ঐ সভায় ন্যূনাতিরেক ২০০ দুই শত ব্রাহ্মণপণ্ডিত পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আগত হইয়াছিলেন এতদ্ভিন্ন বহু ছাত্রেরো সমাগম হইয়াছিল অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পত্রানুসারে ১৬।১২।১০।৮।৬।৫।৪।৩।২। তঙ্কা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে রবাহূত ও উপস্থিত ও পরিচিত বা অপরিচিত সকলে আপ্যায়িত হইয়া গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাই তাবতেই অর্চিত হইয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে তদধ্যক্ষেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিং নাং।

বিবিধ

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯)

জাবা উপদ্বীপে হিন্দু লোক দর্শন।—জাবা হইতে সংপ্রতি আগত এক পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিঅন্তরিত স্থানে হিন্দুমতাবলম্বী ন্যূনাধিক তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করা প্রায় অনাবশ্যক যে চারি শত বৎসর হইল ঐ উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দুমতাবলম্বী ছিল কিন্তু

তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহারা যাবনিক মতাবলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বি লোক দৃষ্ট হইয়াছে তাহারাও ঐ প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্বিরদের অবশিষ্ট বংশ্য।

(৩ অক্টোবর ১৮৩৫। ১৮ আশ্বিন ১২৪২)

বালি উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম।—চারি শত বৎসর হইল জাবা উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই বিষয় কেবল দেশদর্শক লোকের কথার দ্বারা প্রমাণ হয় এমত নহে কিন্তু যে নানা দেববিগ্রহ ও দেবালয় ঐ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দারা প্রত্যয় হয় কিন্তু ঐ উপদ্বীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই যাবনিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে এবং আমরা বোধ করি যে ঐ উপদ্বীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষঅবধি ক্ষুদ্র লোকপর্য্যন্ত বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী প্রাণিমাত্র নাই। আরো বোধ হয় যে তাহার চতুর্দিকস্থ অনেক উপদ্বীপের মধ্যেও পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম চলিত ছিল এইক্ষণে যাবনিক ধর্ম্ম চলিতেছে কিন্তু বালি উপদ্বীপ জাবা উপদ্বীপের পূর্ব্বসীমাহইতে অতি-ক্ষুদ্র এক মোহানাতে বিভক্ত। যদ্যপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বসতি তথাপি তত্রত্য অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে চারি বর্ণের প্রভেদ কেবল ঐ বালিতেই আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

সংপ্রতি দেশদর্শী কএক জন সাহেব ঐ উপদ্বীপে গিয়া দেখিলেন যে তত্রস্থ হিন্দু লোকেরা অত্যন্ত দুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষেরা যৎপরোনাস্তি অলস তাহারা আত্ম ভরণ-পোষণার্থ প্রায় কিছুই কার্য্য করে না কেবল স্ত্রীলোক যাহা উপার্জ্জন করে তদ্দারা প্রাণধারণ করে এবং আপনারদের তাবৎকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহিফেণ সেবনেতে যাপন করে কখন২ কৃষিকর্ম্মও করিয়া থাকে কিন্তু ঐ মর্ম্মেতে তাহারদের সময়ের কেবল চতুর্থাংশমাত্র লাগে। টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা বোধ করে যে স্ত্রীলোকেরা রোজকার করিয়া যোগাইবে। অতএব এমত নিয়ত কথিত হইয়া থাকে যে বালি উপদ্বীপে স্ত্রীলোকেরদের রোজকারে পুরুষেরা জুয়াখেলা ও আফিম খাইতে পায়।

স্ত্রীলোকের অবস্থা অতিজঘন্য তাহারদের স্বামি থাকিতে বাটী ঘর রক্ষণাবেক্ষণার্থ গোলামের ন্যায় খাটিতে হয়। যে বালিকা পিতৃহীনা হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা নাই এবং যে বিধবারা সন্তানহীন বা যাহারদের কন্যামাত্র আছে তাহারা রাজার সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হয়। ঐ রাজা তাহারদের মধ্যে সুন্দরী দেখিয়া উপপত্নী করেন অবশিষ্টারদিগকে রাজবাটীতে খাটান।

তত্রত্য প্রজারদের যেরূপ অবস্থা তাহা রাজবাটীর বর্ণনেতেই অবশ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। যে সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা কহেন যে ঐ রাজবাটী কাঁচা এক প্রাচীরে বেষ্টিত। রাজা সাহেবেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহারা ঐ বাটীর ভিতরের এক কুঠরীতে নীত হইলেন কিন্তু ঐ কুঠরীতে যাইতে

পথ এমত পঙ্কিল যে তাঁহারদের পাদ পরিষ্কৃত রাখা অতিকঠিন হইল। ঐ অন্তঃপুরের বামপার্শ্বে দারুময় চতুরস্র ২৬ হাত এক গৃহ এবং তাহার সম্মুখে চতুরস্র ১৩ হাত ইষ্টক-নির্ম্মিত দুই কুঠরী ছিল। পরে সাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইল যে রাজার আগমন-পর্য্যন্ত আপনারা বারাণ্ডাতে বসুন। রাজ বাটীর মধ্যে কেবল একখান ভাঙ্গা চৌকী ও এক ছেঁড়া শপমাত্র ঐ শপের উপরি কএকটা কুকুর শুইয়া ছিল। অপর দ্বার মুক্ত হইলে বিংশবর্ষবয়স্ক কদর্য্য একটা যুবাপুরুষ বাহিরে আসিয়া দ্বারের গোড়ায় এক তকিয়া হেলান্ দিয়া গদিতে বসিলেন তিনিই মহারাজা তিনি অত্যন্ত অপরিষ্কৃত চুলগুলা ঝেঁকড়ামেকড়া কেবল কোমরে একটু লেকড়া আর সর্ব্বাঙ্গ লেঙটা শরীর অতিদুর্ব্বল ও কৃশ বোধ হয় কোন বিষয়ে সুসম্মত নহেন। তৎসময়ে ঐ রাজা দড়িতে বাঁধা একটা কিরকীট কীট লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন এবং ঐ কীটকে অতি যন্ত্রণা দিয়া আমোদকরত কএকক্ষণ থাকিয়া উঠিয়া গেলেন। সাহেবেরা যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও করিলেন না।

ঐস্থানীয় লোকেরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ দুর্গা এবং অন্যান্য প্রতিমাদিও পূজা করে কিন্তু দেবালয়সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে সুশোভিত নহে। ঐ স্থানে মধ্যে২ বলিদানও হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেইস্থানে ব্রাহ্মণও আছেন তাঁহারা অত্যুত্তম ভাষা লইয়া ব্যবহার করেন বোধ হয় ঐ ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে। কিন্তু যে সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ যাজক ব্রাহ্মণেরদের সঙ্গে আলাপাদি করিতে না পারাতে তদ্বিষয়ে কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারিলেন না। যদ্যপি ঐ বাসিন্দিবাসি লোকেরা গোমাংসভক্ষকও না হয় তথাপি বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিরদের সঙ্গে তাহারদের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহারা অন্যান্য পশুহত্যা করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না তন্মধ্যে মহিষ ও শূকরের ব্যবহারই অধিক। উপযুক্ত কর্ম্মণ্য বিদ্যা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই। সেইস্থানে জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালামাত্র আছে আর কোন পাঠশালা দৃষ্ট হইল না তাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয়ভাষা অনায়াসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথনের দ্বারা ভাষামাত্র অভ্যাস করে। ইউরোপীয় লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিত্রতা নাই এবং ইউরোপীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাপাদি করেন এমত তাহারদের ইচ্ছাও নাই। তাহারা দেশের মফঃসলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েরদিগেকে দেয় না। উক্ত দুই জন সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত কুব্যবহার করিতেছ তখন তাহারা এইমাত্র উত্তর করিল তোমারদিগকে এখানে আসিতে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই যদি আমারদের এই ব্যবহারেতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও তবে প্রস্থান কর।

ঐ উপদ্বীপে সতীরীতি চলিত আছে ঐ দেশদর্শক সাহেবেরা এই সম্বাদ দেন যে প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ও উপপত্নীতে ৭৪ জনের ন্যূন নহে পুড়িয়া মরিল। কখন২ ছোট লোকেরদের বিধবারাও স্বামির সঙ্গে দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্তু

সে কদাচিৎ। পরন্তু নিয়ত এই ব্যবহার আছে যে রাজা মরিলে তাঁহার বিধবা যত থাকে সমুদায় সহমৃতা হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রীরদিগকে কথিত হয় যে তোমরা সহগামিনী হইবা কি না যদি তাহারা কহে যে হইব তখন তাহারদিগকে স্বতন্ত্রা রাখিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পেয় ভক্ষণ পান করিতে দেয় এবং অত্যুত্তম বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিতে এবং যথেচ্ছ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে অনুমতি দেয় তাহার অভিপ্রায় এই যে তাহারা ইহলোক পরিত্যাগকরণের পূর্ব্বে যত সুখ ভোগ করিতে চাহে তাহা করিতে পারে। রাজার শব পৃথকরূপে দাহ করা যায় এবং যে সকল স্ত্রীরা দগ্ধহইতে চাহে তাহারদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটা২ কুণ্ড করা যায়। ঐ স্থানে গমন করিলে স্ব২ আভরণাদি ত্যাগ করিয়া লোককে দেয়। পরে ছুরির দ্বারা বাহুতে কিঞ্চিৎ আঘাতপূর্ব্বক ঐ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মাচানে আরোহণ করিয়া অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। গত বৎসরে ১৩ জন তাহারদের মধ্যে কেহ২ পরম সুন্দরী প্রাচীন রাজার মৃত্যুর পর বালিলিংস্থানে উক্তরূপে পুড়িয়া মরিল। কথিত আছে যে তাহারদের মধ্যে কেহ২ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া ভীতা হইল কিন্তু ঐ মাচান এমত নির্ম্মাণ করা যায় যে তাহার পশ্চাদ্ভাগ একটু উঠাইয়া দিলেই অমনি অগ্নিকুণ্ডে গড়িয়া পড়ে। যদ্যপি তাহারা কোনপ্রকারে পলায়নের উদ্যোগ করে তবে সেই স্থানেই তাহারদিগকে হত্যা করে। স্ত্রীলোকেরদের এতদ্রূপে পুড়িয়া মরণের কারণ এই যে তাহারা যদ্যপি কোনপ্রকারে অস্বীকৃতা হয় তবে তাহারদের অত্যন্ত কলঙ্ক হয়। রাজপত্নীরা স্বীকার না করিলে তাহারদিগকে গোপনে খুন করে যেহেতুক রাজগোত্রা কোন স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে দেশময় তাহার মহাঅখ্যাতি হয়।

বিবিধ

42

রাস্তাঘাট

(২২ মে ১৮৩০ । ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

কলিকাতার নূতন রাস্তা।—গঙ্গাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের আড়পারপর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইতেছে তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে খিদিরপুরের খালের উপরে যে জিঞ্জিরময় সাঁকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই এমারতের এক দিগে যেপর্য্যন্ত জোআর উঠে প্রায় সেইপর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং তিন চারি মাসের মধ্যে তাবৎ ব্যাপারের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৫ মাঘ ১২৩৯)

চিৎপুরের রাজপথে জলসেচনার্থ চাঁদায় স্বাক্ষরকারিদের সভা।—চিৎপুরের রাজপথে জল সেচনার্থ যাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা গত ১০ জানুয়ারিতে প্রধান মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত মাকফার্লন সাহেবের দপ্তরখানায় সমাগত হন। ঐ সাহেব সভাপতি হইয়া রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহার মর্ম্ম এই। চাঁদায় যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৩২০০০ তাহা সমুদায় কোম্পানির ভাণ্ডারে ন্যস্ত আছে। তদতিরিক্ত বাবু কুঞ্জর বনমালীলাল ২০০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তদ্ভিন্ন চাঁদায় স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে দত্তাবশিষ্ট আরো দশ বার হাজার টাকা প্রাপ্তি সম্ভাবনা অতএব সর্ব্বসুদ্ধ ৬৫০০০ টাকা সংগৃহীতহওনের হিসাব করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এই কার্য্যসম্পাদনার্থ এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল যে এক বাষ্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায় কিন্তু নিম্নে লিখিত তিন কারণেতে কমিটী মহাশয়েরা ঐ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দিতেছেন। প্রথম কারণ এই যে টাকা এইক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুলায় না। দ্বিতীয় প্রকারান্তরে অল্পব্যয়ে ঐ কার্য্যসাধন হইতে পারে। তৃতীয় স্থানে২ চিৎপুরের রাস্তা এমত সঙ্কীর্ণ আছে যে প্রণালীকরণোপযুক্ত স্থান নাই। অপর নিকটবর্ত্তি পুষ্করিণীহইতে জলসেচনের কার্য্যে যেপর্য্যন্ত সুসার হইয়াছে তাহা ঐ রিপোর্টে ব্যক্ত হয়। ঐ তৎকর্ম্মসম্পাদনে গত বৎসরে কেবল ৮৮৩৵৯ টাকা ব্যয় হয়। ঐ রিপোর্টে কার্য্যসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল প্রথম পরামর্শ এক বা দুই অধিক পুষ্করিণী খনন করা যায়। দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত চীফ মাজিস্ট্রেটসাহেব উপরি উক্তমতে এই কার্য্যে যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয় পরামর্শ যে এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত মকান্‌জ সাহেবকে এই কার্য্যসাধনের পরিশ্রমার্থ ৫০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যায়।

এতদ্রূপ রিপোর্ট পঠিত হইলে নিম্নে লিখিত বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল।

শ্রীযুত মাক্ফার্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহ্য এবং যে টাকা কোম্পানির কোষে ন্যস্ত আছে তাহার সুদহইতে মাক্ফার্লন সাহেবকে ৬৭৮৵৯ টাকা দেওয়া যায়।

বাষ্পীয় কল বসান অপেক্ষা পুষ্করিণী খনন করা পরামর্শসিদ্ধ।

কোন্ স্থানে পুষ্করিণী খনন করা উচিত এতদ্বিষয়ে লাটরি কমিটির পক্ষে শ্রীযুত চীফ মাজিস্ত্রেটসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন।

শ্রীযুত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চল্লিশ হাজারের মধ্যে যে বিংশতি হাজার টাকা প্রাপ্যবশিষ্ট আছে তদর্থ তাঁহার নিকটে পত্রের দ্বারা নিবেদন করা যায়।

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত চাঁদার দ্বারা ক্ষুদ্ররা টাকা সংগ্রহার্থ অন্যান্য লোকের নিকটে নিবেদন করা যায় এবং যে স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকর্তৃক মুদ্রা প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারদের নিকটে লিপিদ্বারা নিবেদন করা যায়।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] গত শুক্রবারে শ্রীযুত জিন্কিন্স লো এণ্ড কোম্পানির সাধারণ নীলামঘরে গত জোজেফ বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি (যাহা তেরেটিবাজারের দক্ষিণে ছিল) ঐ মৃত সাহেবের ত্রষ্টিরদের অনুমতিক্রমে বিক্রয়হওয়াতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০০০ একান্নহাজার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন ঐ বিষয়ের মূল্য পূর্ব্বে দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার প্রধান২ হৌসসকল দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অল্প দামে ক্রয় হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ স্থানে নূতন অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতিমনোরম্য এক বাজার করিবেন এ স্থান এরূপ হইবেক যে প্রধান২ সাহেব লোক আপন স্বেচ্ছামতে ইঙ্গলণ্ডের ন্যায় বাজার করিতে আসিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় হইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাজারদ্বারা বিশেষ লাভ করিতে পারিবেন ইতি।

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪)

গঙ্গাতীরস্থ পথ।—নূতন টেঁকশালের উত্তরাংশ লইয়া কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত ভাটার সময়ে চড়া পড়ে তাহাতে পোলীসের প্রধান বিচারপতি ঐ স্থান আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত যে এক নকসা বাহির করিয়াছেন সে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য কিন্তু ঐ স্থান রাবিস দ্বারা ভরাট করিতে গেলে গঙ্গার কিনারা পোস্তাবন্দী করিতে হয় নতুবা জোয়ারের

সময়ে ঐ রাবিস ভাসিয়া যাইতে পারে তাহাতে যে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন বিবেচনা করিতে গেলে ঐ খরচ পত্র অল্পই বোধ হয় যদি ঐ স্থলে বাটী নির্ম্মাণ করা যায় তবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তৎপূর্ব্বাংশে যে সকল বাটী আছে সে সকল বাটী কেলাইব স্ট্রিটের ন্যায় পশ্চাৎ থাকিবে ইহাতে তাহার মূল্য স্বল্প হইতে পারে।

এতদ্দেশের মধ্যে অন্যান্য স্থান গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার বিপরীত হইতেছে কেন না এইক্ষণে যে পর্য্যন্ত চড়া পড়িয়াছে আরো পশ্চিমাংশ কিঞ্চিৎ দূর লইয়া চড়া পড়িলে শাঁকো বান্ধিয়া পারাবারে যাইবার সুসাধ্য হইতে পারে ইহাও অসম্ভাবনা নহে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

গঙ্গার উপরি পুল।—আমাদিগের শ্রুতি গোচর হইয়াছে যে হুগলি নদীর উপরি পুল করণে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন ঐ পুল নির্ম্মাণ করণার্থ ব্যয় ১২০০০০০ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে এবং উক্ত পুল কলিকাতার উপরি হইবে ইহার দ্রব্যের নিস্তি হইতেছে কিম্বা হইবে। এবং এই সহরে সুবিখ্যাত যে কল নির্ব্বাহ কএক ব্যক্তির উপরি এইকর্ম্মের ভারর্পণ হইবে। ঐ পুল লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে এবং এমত রূপে নিম্মিত হইবে যে বায়ু ও জলবেগে ভগ্ন হইবে না। [বেঙ্গল হেরাল্ড, ৪ নবেম্বর]

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

কলিকাতার লাটরি।—অনেকবৎসরাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের যে লাটরি বৎসরে দুইবার হইত। এইক্ষণে তাহা ঋণহইতে মুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার লভ্যাংশ কিঞ্চিৎ লইয়া কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠবার্থ ব্যয় করা যাইত। কএক বৎসর হইল যে ব্যাপারের দ্বারা কলিকাতা নগরের নানাপ্রকার সৌষ্ঠব হইয়াছে সেই ব্যাপার এককালে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের স্থানে লাটরির কমিটি লাটরির উপস্বত্ব বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ ঋণ পরিশোধ হওয়াতে তাঁহারদের হস্তে টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা। সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নূতন এক লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠব করণীয় ব্যাপারের তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডি মাকফার্লন সাহেব সভাপতি।

শ্রীযুত মেজর আরবিন ও শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট শ্রীযুত এন আলেকজান্দর এবং শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত মেম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

সরকারী বা সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে আমারদের বোধ হয় যে ঐ ব্যাপারেতে কেবল মনুষ্যের নীতি ভ্রষ্ট হইয়া জুয়াচুরীর বৃদ্ধি হয়। যদ্যপি নগরীয় সৌষ্ঠবকরণার্থ গবর্ণমেন্টের মনোযোগ থাকে তবে স্বীয় ভাণ্ডার হইতেই দান করিতে পারেন কিম্বা নগরীয় কোন বিষয়ের উপর নূতন মাস্থল বসাইতে পারেন কিন্তু প্রজারদের অসৌষ্ঠবকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের সৌষ্ঠব করা অতি বিবেচনা বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহা হইতে জন্মে যে অত্যন্ত প্রতারণা বন্ধমূলক ক্ষুদ্র২ লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত আপনারদের কলিকাতাস্থ নিজ জুয়ার প্রধান আকর না উঠাইবেন সেই পর্য্যন্ত নানা ক্ষুদ্র২ জুয়ার আকর উঠাইতে সমর্থ হইবেন না।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

নূতন সাঁকো।—শ্রুত হওয়া গেল যে মাণিকতলা ও শ্যাম বাজারের মধ্যস্থ নূতন খালের উপর এক সাঁকো নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছে।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

এতৎ শ্রবণে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম যে টেকশালের ঘাটের সন্নিধি স্ত্রীলোকের স্নানার্থে একটা নূতন ঘাট প্রস্তুত হইবেক এ অতি সৎকর্ম্ম বটে কেননা আবাল বৃদ্ধবনিতা এক ঘাটে স্নান করিয়া থাকে তজ্জন্য হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি অন্যায় হয় কিন্তু এতৎকরণে তৎসমুদয় নিবারণ হইবেক। আমরা অনেক মনুষ্যের মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি দুঃস্বভাব ব্যক্তি সকল অবগাহন ছলে স্ত্রীলোকেরদিগের গাত্রে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে দেয় না। ধর্ম্মিষ্ঠ মনুষ্যেরা সময়ান্তরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন তজ্জন্য সময়াতীত হওনে সুতরাং ঐ ব্যক্তিরদিগের দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে তৎ অনুচিৎ ব্যাপার হেতু গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে গঙ্গা হুগলি যমুনা গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র এতৎ সমুদায় স্থানে যে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় স্ত্রীলোক ও পুরুষের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অতি আবশ্যক এতদ্রূপ করিলে অতি উত্তম হইতে পারিবেক যদ্যপি বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যতিরিক্ত অন্য২ লোকের ঘাট আছে তথাপিও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সকল ঘাটের দিক নির্দ্দিষ্ট করণের হুকুম প্রদান করেন অনায়াসে হইতে পারে আমরা যেহেতুক অস্মদ্দেশীয়দিগের অত্যন্ত অনাদৃত সেই হেতুক গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে মনোযোগ জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

মেদিনীপুর।—এই মহারাজ্যের নানা প্রদেশ দিয়া নূতন রাস্তা প্রস্তুতকরণে সংপ্রতি শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এক্ষণে মেদিনীপুরের জিলার মধ্যে এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তাহা সম্বল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইবেক। কিন্তু তিনি আপনার প্রদেশ দিয়া ঐ নূতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন এপ্রযুক্ত তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাঁচ দল পদাতিক সৈন্য তাঁহার নিকটে প্রেরণ করা গিয়াছে।

(১০ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৩৯)

বৰ্দ্ধমানের রাস্তার সৌষ্ঠবকরণ।—নিম্নভাগে লিখিত বিবরণ ইণ্ডিয়া গেজেটহইতে গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে। সংপ্রতি মধ্যমবিত্ত এক ব্যক্তির অতিপ্রশংস্য উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে অতিযথার্থ এবং তাহাতে পাঠক মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

কলিকাতাহইতে বৰ্দ্ধমান যাইতে নৌকা পথে ডাইনকুনির ঘাটে উঠিতে হয় ঐ ঘাট বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অন্তরিত এবং সেই ঘাটহইতে জনাই গ্রাম দুই ক্রোশ। পূর্ব্বে ঐ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে যাইতে যে রাস্তা ছিল সে প্রায় অগম্য বিশেষতঃ বর্ষাকালে। এই ক্ষণে ঐ রাস্তার অতিকান্ত হইয়াছে ঐ রাস্তা একপ্রকার সমুদায়ই নূতন হইয়া ষোল হাত চৌড়া হইয়াছে। জনাইর অগ্নিকোণে নৈহাটির নিকটে সরস্বতীনদীর উপরে তিন খিলানের একটা পাকা সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে সেই স্থানে ঐ নদীর পাটা পঁয়ষট্টি হাত জনাই ও ডাইনকুনির মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পঙ্কিল ভূমি ছিল সেই স্থানে অন্য একটা সাঁকো নিৰ্ম্মাণ হইয়াছে। এই সকল উপকাৰ্য্য কার্য্যে পৃথক ব্যক্তিরদের অত্যন্তোপকার এবং তচ্চতুৰ্দ্দিগস্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইয়াছে। যে মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণ-সহযোগে এই২ পরমহিতজনক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ব্রাহ্মণ মধ্যম ধনির মধ্যে নিবিষ্টমাত্র। যে সময়ে কর্ণল টাড সাহেব রাজপুতানা দেশে কাৰ্য্য নির্ব্বাহ করিতে-ছিলেন তৎসময়ে ঐ মহাশয় তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অদ্যাপিও সেই সাহেবের স্থানহইতে মধ্যে২ কোন২ অনুগ্রাহক চিহ্ন প্রাপ্ত হন। সংপ্রতি কলিকাতার এক বাণিজ্য কুঠীতে অল্পবৈতনিক কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এবং বহুকালাবধি সাহেবেরদের অতিবিশ্বাস পাত্র হইয়া যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অনুমান দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। কেহ২ বোধ করিতে পারেন যে এই প্রশংস্য এতদ্দেশীয় মহাশয়ের যথার্থাতিরিক্ত প্রশংসা করিলাম। কিন্তু তিনি এই বোধ করুন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পরহিতৈষিতাগুণের লেশমাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌষ্টিকতা করাই অত্যুপযুক্ত এবং তিনি আরো মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক ব্যক্তি আছেন তাঁহারা বিবাহাদি

নানা উৎসব কর্ম্মে লক্ষ২ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা এই মহাশয়ের কিছুমাত্র আয়াস কি ব্যয়ের আনুকূল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে তাঁহার ঐ প্রশংসা করা অতিরিক্ত নহে।

শুনা গেল যে ঐ ব্যাপারের এমত সুফল দৃষ্ট হইয়াছে যে ঐ প্রদেশের উন্নতি দিনং বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ গঞ্জে অনেক নূতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ডাইনকুনি জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকারার্থ ক্ষুদ্র২ দোকান বসিয়াছে এবং ঐ গঞ্জহইতে প্রতিদিন চারি পাঁচ শত বলদ বোঝাই তণ্ডুল বর্দ্ধমান ও বিষ্ণুপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত হয়। এবং আরো শোনা গেল যে গত বৎসরের বর্ষাকালে ঐ গঞ্জে যে সময়ে ধান্য তণ্ডুলাদি দুর্মূল্য হইয়াছিল তৎসময়ে এই রাস্তার দ্বারা চতুর্দিকস্থ লোকেরদের মহোপকার হইয়াছিল।

(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০)

১২৩৯ শালের ২৯ চৈত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ইণ্ডিয়া গেজেটহইতে সংগ্রহ করিয়া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন যে জনাই সাকিনের কোন মধ্যবৃত্ত লোক মোং ডানকুনির নিকট হইতে নৈইটি পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এ কথা বিস্তারিত রূপ অবগত না হওয়াপর্য্যন্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ ঐ সাকিনের শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট এক কেতা দরখাস্ত করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে কৃষ্ণরামপুর-পর্য্যন্ত বারাণস রোড যে শালিখার রাস্তা আছে তাহার উভয় পার্শ্বে মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় আর ডানকুনির এক রাস্তা ৺সরস্বতীর ধারপর্য্যন্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে ঐ ডানকুনির রাস্তার শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হইল যে যদ্যপি ঐ বাবুজী মহাশয়ের মনোযোগ থাকিত তবে চণ্ডীতলার রাস্তা যেরূপ উত্তম হইয়াছে তদনুযায়ী উত্তম ও পরিপাটী হইত কারণ ঐ চণ্ডীতলার রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের অনুভব হয় যে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা ব্যয় বিনা তেমত সুন্দর হইতে পারে না অতএব লিখি এ সকল কর্ম্ম মধ্যবৃত্ত লোকের নহে যেমন কাঙ্গালকে ঘোড়া রোগ।···শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাং কোণনগর।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জিলা নবদ্বীপান্তর্গত উলানামক গ্রাম সর্ব্বোতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সৎকুলীন ধার্ম্মিক জন-সমূহের বসতি এবং উক্ত মহাশয়েরা নিরন্তর দৈব পিত্রাদি কর্ম্মোপলক্ষে বহুধন বিতরণদ্বারা গ্রামের সৌষ্ঠব প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু লিখিত গ্রামে সৎপথ অর্থাৎ ভাল রাস্তার অভাব-

প্রযুক্ত মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াখ শকটাদির গমন সুদূরপরাহত চৌকীদার লোকের রজনীতে গ্রামরক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অতএব আমরা এ বিষয়ে খেদিত হইয়া নিবেদন করিতেছি যে আপনকার দর্পণৈকদেশে লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইলে দীনজনগণ ত্রাণকরণৈকতানমানস করুণাসাগর সাক্ষাদ্ধর্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বেন্টীঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়া কৃপাকটাক্ষপূর্ব্বক উক্ত জিলার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর সুবিচারতৎপর ও বিচক্ষণাগ্রণ্য তাঁহার প্রতি অনুমতি হইলে উক্ত সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিত গ্রামস্থ শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত বাবু গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় মহাশয়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি মনুষ্যদিগের প্রতি এক চাঁদার হুকুম দিয়া ঐ জিলাস্থ শ্রীশ্রীযুতের কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিরদিগকে প্রেরণ করিয়া উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকার হয় পরন্তু ঐ চাঁদার টাকা-হইতে রাস্তাবন্ধনার্থ আগত বন্দিদিগের আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তি হইলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের কিঞ্চিৎ উপকার আছে যাহা হউক শ্রীযুত দেশাধিপতি মহাশয়েরা করুণাকণা বিতরণপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারে সাহায্য করিয়া দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন নিবেদন মিতি লিপিরেষাশ্বিনস্য ৫ পঞ্চম দিবসীয়া সন ১২৪০ সাল।

উলানিবাসি শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়প্রভৃতীনাং।

(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২৯ পৌষ ১২৪০)

…গত শুক্রবারে জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর স্বাধিকার শাসনার্থ সপরিবারে ভ্রমণ করত উক্ত [উলা] গ্রামে আগত হইয়া গ্রামের প্রত্যেক পথ এবং গ্রামের প্রান্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়া সেই সকল রাস্তা উত্তমরূপ নির্ম্মাণ এবং সেই সকল খালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্ম্মাণ করাইবার মানসে গ্রামস্থ জমীদার শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফীপ্রভৃতি অনেক ধনি মানি ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেকে পরবানা দিয়া সমক্ষে আনিয়া অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজনক মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্তি ঐক্যবাক্যরূপে একটা চাঁদা করিয়া গ্রামের সকল রাস্তা যাহাতে সুন্দররূপ প্রস্তুত হয় তাহা কর পরে ঐ সকল মহাশয়ব্যক্তিরা শ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে চাঁদাকরণে স্বীকার করিলেন।…

চাঁদায় স্বাক্ষরকারী।

শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ...	১২০০
শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ।...	১০০০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী ।...	১০০০
শ্রীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফী ।...	৫০০
শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তোফী ।...	২০০
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ।...	১০০
শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।...	১০০
শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ।...	৫০
শ্রীযুত তিতুরাম বসু ।...	৫০
শ্রীযুত গঙ্গাধর পোদ্দার...	১০০

বাকী যাঁহারা দিবেন তাঁহারদিগের নাম পশ্চাৎ লিখিয়া পাঠাইব।

(২৯ মার্চ ১৮৩৪ । ১৭ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাস্তাকরণবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে কএক পত্র আপনকার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম কৃপাবলোকনে নিজ দর্পণে অর্পণপূর্ব্বক অস্মদাদির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীং প্রেরিতপত্র স্বীয় দর্পণৈকপার্শ্বে স্থানদানে মহোপকৃত করিবেন উত্তম সেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়া যেরূপ চাঁদায় সৃজন করিয়াছেন তদ্বিবরণের কিয়দংশ পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় কমিটি হইয়া যে সকল ধনি মানি ব্যক্তিরা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষ নীচে লিখিত হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষানুগ্রাহক হইয়া ধনি ব্যক্তিদিগের নামে প্রত্যেকে পরবানা দিতেছেন তদ্বিধায় অনেকেই চাঁদায় স্বাক্ষরকারী হইতেছেন এবং যাঁহারা দেশান্তরে আছেন তাঁহারাও পশ্চাৎ স্বাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের চাঁদার নিয়মিত মুদ্রা উক্ত সাহেবের হজুরে অর্পিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিয়মিত মুদ্রা কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিয়ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরন্তু উক্ত চাঁদা সংগৃহীত মুদ্রাদ্বারা যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ত্রুটি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্ম্মিকবর অতিবদান্যতাপূর্ব্বক ঈদৃশানুমতি করিয়াছেন যে উক্ত চাঁদায় দ্বাদশ শত মুদ্রা দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরব্ধব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব আমরা এতদ্বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকার্য্য উত্তমরূপে যে নিষ্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতুক উক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের অনুগ্রহ এবং উক্ত বাবুজী মহাশয়ের যাদৃশ মনোযোগ এতদ্বিধায় লিখিত ব্যাপার অতিসত্বর সুসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমরা ইহাও

অনুমান করি যে উক্ত জিলার শ্রীযুত জজসাহেব ও শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেটসাহেব ও শ্রীযুত কালেক্‌টরসাহেব ও শ্রীযুত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব ইঁহারাও এতৎকার্য্যে আনুকূল্য করিতে পারেন যেহেতুক ধর্ম্মার্থব্যাপারপ্রসঙ্গতো মহাযশস্বীও হইবেন অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে কিঞ্চিৎ সাহায্য যে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিমধিকং নিবেদন মিতি।

চাঁদায় স্বাক্ষরকারী।

শ্রীযুত রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	...	১২৫
শ্রীযুত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	১০০
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	২৫
শ্রীযুত সর্ব্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৫
শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়	...	...	২০
শ্রীযুত হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১২॥০
শ্রীযুত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১২॥০
শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	১০
শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	...	১০
শ্রীযুত রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায়	...	..	৫
শ্রীযুত নীলানাথ চট্টোপাধ্যায়	..	...	৫
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী	...	...	১০০
শ্রীযুত কাশীনাথ বসু	...	...	৩০
শ্রীকাশীনাথ কর	...	...	২৫
শ্রীনীলাম্বর খাঁ	...	...	২৫
শ্রীরাজকৃষ্ণ খাঁ	...	...	২৫
শ্রীপীতাম্বর কর	...	...	১৫
শ্রীশিবরাম মদক	...	...	১০
শ্রীরামনারায়ণ সরকার	...	...	২৫
শ্রীশ্যামচাঁদ নন্দন	...	...	১০
শ্রীপ্রাণনাথ পাল	...	...	১০
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মদক	...	...	১০
শ্রীভাগবত মদক	...	...	১০
শ্রীভৈরবচন্দ্র নন্দি	...	...	১০
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল	...	...	১০
শ্রীরামমোহন শাহা	...	...	১০
শ্রীঅদ্বৈত শাহা	...	...	১০

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস	...	...	১০
শ্রীগোরাচাঁদ কর	...	...	১০
শ্রীহরিনারায়ণ মিত্র	...	...	১০
শ্রীহরচন্দ্র বসু	...	...	১০
শ্রীরামনারায়ণ বসু	...	...	১০
শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস	...	...	৭
শ্রীভজহরি দে	...	...	৭
শ্রীমদনমোহন কর	...	...	৭
শ্রীশম্ভুচন্দ্র কর	...	...	৭
শ্রীকিষ্টচন্দ্র মিত্র	...	...	৫
শ্রীগৌরহরি কর	...	...	৫
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক	...	...	৫
শ্রীরাধানাথ দাস	...	...	৫
শ্রীপ্রাণহরি দাস	...	...	৫
শ্রীগৌর পোদ্দার	...	...	৫
শ্রীমনোহর মদক	...	...	৫
শ্রীরামচন্দ্র মদক	...	...	৫
শ্রীকাশীনাথ মদক	...	...	৫
শ্রীব্রজমোহন মদক	...	...	৫
শ্রীফকিরচাঁদ প্রামাণিক	...	...	৫
শ্রীপীতাম্বর ডাক্তর	...	...	৫
শ্রীসরূপচন্দ্র ডাক্তার	...	...	৫
শ্রীদর্পনারায়ণ কর	...	...	৫
শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত	...	...	৫
শ্রীজগন্নাথ দত্ত	...	...	৫
শ্রীগোপীনাথ মিত্র	...	...	৫
শ্রীনিমাইচাঁদ স্বর্ণকার	...	...	৫
শ্রীকালাচাঁদ স্বর্ণকার	...	...	১০
শ্রীরামকুমার মদক	...	...	৫
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্র	...	...	৩
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার		...	২
শ্রীরামমোহন স্বর্ণকার		...	২

(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ৩ কার্ত্তিক ১২৪১)

উলানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন যে ঐ নগরবাসি মহাশয়েরদের উত্তম রাস্তাহওনের বিষয়ে যে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ জিলার সরকারী কর্ম্মকারকেরা তদ্বিষয়ে অনুরাগী হইয়াছেন ঐ নগরবাসিরা আপনারদের মধ্যে চাঁদার দ্বারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের ঐক্য না হইলে এতদ্রূপ ব্যাপার নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। এই উদ্যোগের বিষয় যে এতদ্রূপে সফল হইয়াছে তাহা শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম।

(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১ কার্ত্তিক ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জেলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত রবার্ট হলকট সাহেব বাহাদুর মানস করিয়াছেন যে উক্ত জিলার অন্তঃপাতি বাদকুল্লানামক গ্রামে ও উলাগ্রামের প্রান্তভাগে বারয়াসিয়ানামক যে দুইখাল পথিমধ্যে আছে তদুপরি মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়া সরকারি সৈন্য ও অন্য২ মনুষ্যাদি গমনাগমনের দুঃখ নিবারণ করিবেন ইহা আমরা পূর্ব্ব২ পত্রে বাহুল্যরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণেও আবেদন করিতেছি ঐ মহাসেতু নির্ম্মাণের ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাদুর আপন সুশীলতা ও মহাত্মতা প্রকাশে উক্ত জিলার মহীয়ান জমীদারান ও নীলকুঠীর সাহেবানেরদিগকে বাক্য পুষ্পোপহার দ্বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত প্রথমতঃ যে সকল মহানুভব ব্যক্তি ব্যয়ের ফর্দ্দে স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাতন করিয়াছেন তাঁহারদিগের নামসম্বলিত নীচে লিখিতেছি···। ইতি আশ্বিনস্য ১৭ দিবসীয়া লিপিঃ ১২৪২ সাল। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য।

তপসীল নাম অঙ্ক

শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়	···	···	৫০০
শ্রীযুত বাবু নীলকমল পালচৌধুরী	···	···	১০০
শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র পালচৌধুরী	···	···	২০০
শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী	···	···	১০০
শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী	···	···	১০০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	···	···	৫০
শ্রীযুত বাবু রামমোহন দে চৌধুরী	···	···	৫০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী মোক্তার	···	···	
শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসু	···	···	৫০
শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	···	···	৭০০
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	···	···	২০০
শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	···	···	১০০

(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।—…জিলা নবদ্বীপের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত রাবট হালকেট সাহেব বাহাদুর…নিতান্ত প্রজাহিতৈষী সুবিচারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য নিপুণকার্য্য নির্ব্বাহক মহোৎসাহপূর্ব্বক মহোদ্যোগী হইয়া থানায়২ ভ্রমণপূর্ব্বক চৌর দস্যুভয় ও দণ্ডাদণ্ডি যুদ্ধপ্রভৃতি প্রায় নিবারিত করিয়াছেন পরন্ত যে সকল জমিদার ও ধনি ব্যক্তিদিগের পরস্পর গৃহবিবাদাদি হইয়াছিল সেই সকল স্থানে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অতি সুস্মবিচার দ্বারা বিবাদ শান্তি করিয়া বাদিপ্রতিবাদিকে নিতান্তই শান্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের হিতার্থে যে সকল আশ্চর্য্য উদ্যোগ করিয়াছেন তৎদ্বারা বহুধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন প্রথমতঃ জিলান্তর্গত উলাগ্রামে উত্তম রাস্তা করণার্থ কৃপাবলম্বনে উক্ত গ্রামে আগত হইয়া মহোদয় ব্যক্তিদিগের নিকটে চাঁদার সৃষ্টি করিয়া উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ টাকার সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও উৎসাহপূর্ব্বক যথাযোগ্য মনুষ্য নিযুক্তদ্বারা উত্তম ব্যাপার অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানেং পাকা সাঁকো নির্ম্মাণার্থ ইষ্টকাদি প্রস্তুত হইয়াছে এইক্ষণে ঐ কার্য্যের কিঞ্চিদবশেষ আছে। অপর উক্ত মহামহিম শ্রীযুত সাহেব অন্য এক সর্ব্বজনোপকারক গুরুতর অভিলাষ প্রকাশিত করিয়াছেন তদ্বিস্তার উক্ত জিলান্তর্ব্বর্ত্তি শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের প্রবল রাস্তার মধ্যগত উলাগ্রামের দক্ষিণ সীমায় বারোমাসিয়ানামক একখাল এবং বাদকুল্লানামক গ্রামের দক্ষিণ একখাল এই উভয়খাল রাস্তার অভ্যন্তরপ্রযুক্ত গমনাগমনের অতিকষ্টদায়ক বিশেষতঃ বর্ষাকালে নৌকাব্যতিরেকে পথিক লোকের এবং শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের খাজানাবাহক ও সৈন্যগণের গতিরোধ হয় এবং বর্ষাবসানে পঙ্কাদি দ্বারা আত্যন্তিক ক্লেশকর হইয়া থাকে অতএব উক্ত ক্লেশ নিবারণার্থ উক্ত শ্রীযুত সাহেব পরমকারুণিক স্বভাবপ্রযুক্ত উক্ত খালদ্বয়ে উত্তমরূপ মহাসেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্ম্মাণার্থ জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে এক চাঁদা সৃজন করিয়াছেন এবং ঐ চাঁদার কিয়ৎসংখ্যক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে সংপ্রতি আরম্ভ হইবার প্রতিবন্ধক বর্ষাকাল সম্মুখবর্ত্তী। পরে হেমন্তাদিতে উক্ত কার্য্যের নির্ব্বাহ হইবার কল্প আছে অপর কৃষ্ণনগরমধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাধ্যাপনার্থ এক পাঠশালা স্থাপনার্থ মহোদ্যোগ করিয়া জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে চাঁদা করিয়া বহুজনোপকারক কার্য্য বিদ্যাদানরূপ পরমধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন তদর্থে যে নক্সা করিয়া জমীদারদিগের নিকটে প্রেরিত করিয়াছেন…। এক্ষণে আমরা সমাচার পত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত শ্রীযুত পরমদয়ালু সাহেব শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিয়োগে পাবনায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন এতদ্বিধায় অস্মদাদির যাদৃশ মনোমালিন্য ও দুঃখের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা লিখনে প্রকাশ সম্ভাবিত হয় না…। ১২৪২ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ। জিলানবদ্বীপনিবাসিনাং জমীদারান তালুকদারান ও প্রজাবর্গানাং ন্যূনসংখ্যকসার্দ্ধ সপ্তশত সংখ্যকানাং।

(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

প্রাসাদারম্ভ।—বর্ত্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা নয় ঘণ্টার সময়ে আঁন্দুলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের রাজধানীতে আনন্দধাম নামক এক বৃহদট্টালিকা আরম্ভহওনকালে প্রথম যথাশাস্ত্র পঞ্চরত্ন গ্রন্থিত হইল এই আনন্দজনক শুভকর্ম্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত রাজধানীহইতে পুনঃ২ বহুসংখ্যক তোপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্টালিকা প্রায় এতন্মহানগর কলিকাতার টৌনহালের ন্যায় নির্ম্মাণ হইবেক যদ্যপি প্রাগুক্ত বৃহদ্ব্যাপার সুসম্পন্নহইতে দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ মনোযোগ থাকিলে আমরা অনুমান করি ত্বরায় সুসম্পন্নহওন বিচিত্র নহে।—চন্দ্রিকা।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২৫ মাঘ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—বিবিধ বিনয়পুরঃসর নিবেদনঞ্চাদৌ। এতন্নগরান্তঃপাতি ত্রিবেণিনামক গ্রামে ভাগীরথীর ত্রিধারায় উত্তরায়ণে অবগাহনার্থ বিত্ত ব্যয়পুরঃসর দেশবিদেশীয় বহুতর মান্যবরেণ্য অগ্রগণ্য বিশিষ্ট শিষ্ট সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়েরা বিবিধ যান ও বাহনে ও নৌকারোহণে এবং অসংখ্যক দীন ক্ষীণ যোত্রহীন লোকেরা পাদব্রজীক হইয়া প্রতিবৎসরেই ঐ দিনে উক্ত স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানকরত মহামহোৎসব করিয়া থাকেন। তাহাতে ঐ দিনে উক্ত স্থানে ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র লোক। ও চারি পাঁচ শত নৌকা ও বজরা ও ভাউলে ও পালকী ইত্যাদির সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের উত্তরায়ণে অত্যল্প লোকের সমাগমহওন ও দীনদুঃখিপ্রভৃতির অশেষ ক্লেশপ্রাপণের কারণ বাহুল্য হইলেও তল্লিখনে নিতান্ত আবশ্যকতা বোধ করিয়া তদীয় স্থূলার্থ কিঞ্চিন্নিবেদনে সমর্থ হইলাম।

যৎকালে এতৎস্থলে ক্লেশনাশক সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত ডি সি স্মিথ সাহেব বাহাদুর বিচারপতি ছিলেন তৎকালে তৎকৃপাবলোকনে ও জমীদারবর্গের ব্যয়ব্যসনে এই জিলাস্থ সমস্ত সেতু ও রাস্তা ঘাট ইত্যাদি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত হইয়া সেই শোভায় বহুদিবসাবধি সুশোভিত ছিল। বিশেষতঃ চুঁচুড়ানিবাসি জনহিতৈষি বিশিষ্ট শিষ্ট শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ব্যয়সমূহে ও উক্ত শ্রীযুক্তের বিশেষ মনোযোগে ঐ গ্রামস্থ সরস্বতীনামক নদীতে এক সেতু নির্ম্মাণহওয়াতে তদবধি নিরবধি দেশ বিদেশীয় যাত্রিসকল অবগাহনার্থ গমনাগমন করিত। কিন্তু বিধি বাদী হইয়া সে সাধে বাধ সাধিয়া ১২৪১ সালের ভাদ্র পদে দামোদর নদের জলপ্লাবন করিবায় ঐ বন্যার বিষম প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবাহপ্রতাপে উক্ত সেতু খণ্ড২ হইয়া যাইবায় এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি প্রজাবর্গের ও দেশ বিদেশীয় যাত্রিগণের পারাপার হইবার যে কষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বর্ণনে বর্ণহারে। বরং বর্ত্তমান বৎসরের উত্তরায়ণদিনে দীন দুঃখি জনগণের পারাপার হইবার যে ক্লেশ হইয়াছে তাহার

কিঞ্চিন্নিবেদন করিতেছি। দর্পণকার মহাশয় আমি বার্ষিক রীত্যনুসারে বর্ত্তমান বৎসরে উত্তরায়ণ দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে ঐ নদী পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ তিনখান নৌকায় স্নানযাত্রিগণ অনবরত পার হইতেছে। এতন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক যাত্রিগণের সমাগম হইবায় খেয়ারিরা অধিক করিয়া পার করিতে লাগিল তাহাতে দৈবাদ্দুর্ঘটনাক্রমে একবার ঐ তৃতয়তরি বহুলোকারোহণে ও তাহারদিগের অস্থিরতাজন্য অস্থিরা হইয়া মধ্যনীরে নিমগ্না হইবায় তৎক্ষণাৎ সবে হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে অত্যল্প নীর প্রযুক্ত ঐ আকুল ব্যক্তিরা ব্যাকুল হইয়া সকলই কুল পাইল নতুবা অনেকের কুল সমূলে নির্মূল হইত এমত স্থূলবোধ ছিল। দর্পণপ্রকাশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেববাহাদুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেব ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ কারণে তাঁহারাও ঐ দীন দুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ ক্লেশ ও দুরাত্মা পারকারিদিগের বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া দমন করিয়া উহারদিগের যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়েরা স্বং দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই উপলব্ধি হইতেছে যে ঐ নদীর সেতুঅভাবে যাত্রিগণ পারাপারের এই অশেষ ক্লেশ অসহ্য বোধ করিয়া কিয়দ্দিবসাবসানে উত্ত্যক্তান্তঃকরণে এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাসা এককালেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবেক তবেই সম্পাদক মহাশয় ঐ তীর্থে সুতরাং অবগাহনার্থ আর কেহই আসিবেক না। অতএব নিবেদন সকলের হিতার্থ পরমোপকারক ক্লেশনাশক এতদ্দেশাধিপতি বিচারপতি মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া এই জিলাস্থ সমস্ত জমীদার ও আর২ মান্যবরেণ্য সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়দিগের নিকটহইতে এক চাঁদা করিয়া যদ্যপি পুনর্ব্বার ঐ নদীতে এক সেতু নির্ম্মাণ করেন তবে এতদ্দেশীয় অসংখ্যক দীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভৃতি লোকেরা অবিবাদে নিরাপদে পরমাহ্লাদে গমনাগমন করিয়া পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহরহঃ উক্ত মহাশয়দিগের অতুলৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করিয়া চিরকাল উপকারে বদ্ধ থাকে। যাহা হউক এইক্ষণে দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ও আর২ সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা অনুগ্রহপ্রকাশে স্ব২ সম্বাদপত্রৈকদেশে এই নিবেদন লিপিখানি ত্বরায় প্রকাশ করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক অলমতি বিস্তরেণ। হুগলিনিবাসি কস্যচিৎ সাধারণহিতৈষিণঃ।

নানা কথা

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

মেজর রেনল।—ইংগ্লণ্ড দেশের সম্বাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্টাশীতি বর্ষবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মেজর রেনল সাহেব লোকান্তর গত হইয়া উইষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ

ইংগ্লণ্ডদেশে মহামহিম ব্যক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো সমাধি হইয়াছে। ঐ সাহেব বহুকালাবধি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এতদ্দেশে ভূগোল বিদ্যাবিষয়ে মনোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নক্‌শা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করেন যদ্যপিও তদনন্তর তদ্বিষয়ে বহুবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে তথাপি তাঁহার কৃত পুস্তক সকলেই যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

জেনরল ডুবাইন।—আমরা এক্ষণে ফ্রান্সদেশের জেনরল ডু বাইনর সাহেবের মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ ধর্ম্মার্থে দান করিয়া গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন কথিত আছে যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রদান করিলেন তাহার সুদ চিরকাল-পর্য্যন্ত দীনহীন লোকেরদের উপকারার্থে থাকিবেক।

(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২)

ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা।—গত সপ্তাহে যে রোবার্টসনামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিয়াছে তাহাতে শ্রীযুত চিনরী [Chinnery] সাহেব আরোহী আছেন। ঐ সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের শ্রীযুত নওয়াবের প্রদত্ত উপঢৌকন দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন। শুনা গিয়াছে যে ঐ সকল দ্রব্যাদির মধ্যে অতিমনোরঞ্জক মণিমুক্তাদিতে রচিত স্বর্ণময় অতিসুদৃশ্য এক আসন ও অত্যুৎকৃষ্ট এক তলওয়ার ও হস্তিদন্তনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদ্দেশীয় শিল্পিদ্রব্য এতদতিরিক্ত এবং শ্রীযুত হচিন্‌সন্ সাহেবকর্তৃক চিত্রিত নওয়াবের এক ছবি আছে। হচিন্সন সাহেবের চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন। আমরা বোধ করি যে এই সকল অতিসমাদরণীয় চিহ্ন শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহ উপযুক্তমতেই গ্রহন করিবেন। তাঁহাকে মুরশিদাবাদের নওয়াব যেরূপ সম্ভ্রম করেন তাহার চিহ্নস্বরূপ ঐ সকল দ্রব্য বোধ করিবেন। [ইংলিশম্যান্]

শিনারী একজন নামজাদা চিত্রশিল্পী ছিলেন। ১৮৫২ সনের ৮ই জুলাই তারিখের (পৃ. ৪৩৫) 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

ডবলিউ আদম সাহেব।—যে শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ছিলেন এবং যিনি গত তিন বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা

বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপর্য্যন্ত ছোট আদালতের এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিকা দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

(৬ নবেম্বর ১৮৩৩। ২২ কার্ত্তিক ১২৪০)

শরদানার বেগমের অতিবদান্যতা।—শ্রীমতী বেগম শমরু স্বীয় উকীলের দ্বারা দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে ঐ সাহেব তাঁহার নামে লণ্ডননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন যেহেতুক ঐ সোসৈটির প্রতি তাঁহার বর্ত্তমান বৎসরের চাঁদার এই দান। শ্রীমতী আরো নিবেদন করেন যে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের ত্রেজুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাকা জমা আছে তাহা নিকট অঞ্চলস্থ দীন দুঃখি লোকেরদিগকে বিতরণ করা যায়।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

বেগম শমরুর দানশৌণ্ডতা।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া শরদানার একাধিপত্য-রূপ রাণী বেগম শমরুর অতি দানশৌণ্ডতার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার সুদহইতে মিসনরি শিক্ষা করাণ ও তাঁহারদিগকে বেতন দেওয়া চলিবে। তিনি আরো ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহার সুদহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা যাইবে।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

শরদানা।—শরদানা শহরের অতিদীনহীন লোকেরা সংপ্রতি শ্রীমতী রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শস্যের মূল্য চড়তি করিয়াছে। তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণে বাণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদের কার্য্যের অনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে তোমরা টাকায় বিশ শের করিয়া শস্য বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের অনেক ক্ষতি হয় ইহা কহিয়া ব্যবসায়িরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় ও পুষ্করিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে দিবা কিন্তু বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে কদাচ জল লইতে দিবা না। এইরূপ প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ সুফল দর্শিল তাহাতেই ব্যবসায়িরা অবনত হইল এবং শস্যের দুর্মূল্য করাতে তাঁহারদের দুর্মূল্য জল ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনম্র হইয়া শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন যে আমরা আগামি ছয় মাসপর্য্যন্ত টাকায় ২০ শের করিয়া তণ্ডুলাদি বিক্রয় করিব।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২০ মাঘ ১২৪০)

ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা রিবিউ অর্থাৎ এডিনবরা দেশে নিশ্চিত আমেরিকা প্রকাশিত সমাচার পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আমারদের স্বজাতীয় পাঠকেরদের মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমরা তাহার চুম্বক লিখিতেছি।

বেগম শমরুর নগরের নাম সরদানা তথায় তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বাস করেন ঐ নগরের চতুর্দিগস্থ প্রদেশসকল তিনি জায়গিরেরস্বরূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্ব্বে বৎসর২ ৬ লক্ষ টাকা কর পাওয়া যাইত কিন্তু বেগমের অতিউত্তম শাসনের দ্বারা এইক্ষণে ৮ লক্ষ পাওয়া যায়। তিনি পূর্ব্বে এক নর্ত্তকী ছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা ও মাতার নাম বা কোন্ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুনামক এক জন জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তির শমরু নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্ব্বদা আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না ঐ দুরাত্মা ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুঠীর সাহেবেরদিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা ইহার অল্পকাল পরেই পাটনা পুনর্ব্বার লুট করাতে তিনি তাঁহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমে গমনকরত প্রথমে ভরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্য২ হিন্দুরাজারদের দাস হইলেন পরে অনেক লভ্যজনক ও অনুকূল ঘটনা হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বারা দিল্লীর উত্তর পূর্ব্বে বহু ভূমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া পরে মরিলেন পরে বেগম শমরুনামক এক ফরাসিকে বিবাহ করিলেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি অসভ্য সময়ে অতি বিরক্ত হইয়া ইউরোপে যাইবার মনস্থ করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূতা হইতে হইবে তাহা জানিতে পারিয়া বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈন্যের প্রধানেরদের গোপনে জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে ধৃত হন কারণ তাহা হইলে পরিত্যাগের কারণ তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত অখ্যাতিগ্রস্ত হইবেন। অতএব তাঁহারদের মধ্যে দৃঢ়রূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত স্থানে ঘাটী প্রস্তুত ছিল এবং তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ানুযায়িক হইল যথা প্রতিযোগিরা বেগমের সৈন্যাদি দূরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরাসিসকে কহিল যে বেগম গুলিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এই বার্ত্তা সত্য কিনা তাহা জানিবার কারণ তিনি মহাপায় গমন করিলে ঐ লোকজনক ঘটনার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে এক রক্তযুক্ত গাত্রমার্জ্জনী দেখান গেল ইহাতে তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক হস্তী আরোহণ করিয়া আপনি যে সৈন্যেরদের প্রমত্ত স্নেহ করেন এতদর্থে বক্তৃতা করিলেন তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের সহিত বিভাগ করিবার

মানস ভিন্ন তিনি অন্য কোন মানস প্রকাশ করিলেন না পরে সৈন্যেরা যুযুৎসব করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার শিবিরে লইয়া গেল।

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের বিষয় সকল করিতে লাগিলেন। কর্ণেল স্কিন্‌নর কহেন যে তিনি স্বয়ং সৈন্য রণস্থলে চালাইয়া নাশের মধ্যেও অতিশয় সাহস ও মনের স্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি আপন দেশ কৃষিকর্ম্মদ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু করিতে মনোযোগ করিয়াছেন তাহার ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তেজস্বী ও ফলবন্ত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রজারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সুখী ও শ্রীমান্ তিনি নিরন্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তাঁহার স্মরণ লইলে তাহা অবশ্য স্থির ও সত্য হয়। পূর্ব্বে তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাথলিক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন এবং ঐ ধর্ম্মের অনেক যাজক ও কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন রাজধানীতে তিনি সেণ্ট পিটরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে তাহার মূর্ত্তি খর্ব্ব ও বর্ণ অতিশয় শুক্ল ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্ফীত এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ্ণ কিন্তু চতুর তাঁহার হস্ত ও বাহু এবং পদ সুখ্যাতি ও প্রশংসার উপযুক্ত।

তিনি যে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিষ্ঠুরাচরণ করেন তাঁহার এমত অপবাদ আছে তাহারও একটা নিষ্ঠুরাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা এক অল্পবয়ঃক্রমি দাসীকে ধূর্ত্ততায় ধৃত করিয়া তিনি তাঁহাকে জীয়ন্তে পুঁতিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ নিষ্ঠুর আজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল এবং ঐ বালিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল এই কারণ বৃদ্ধা নিষ্ঠুরা বেগম আপনশয্যা আনাইয়া ঐ কবর স্থানে বিস্তার করত তামাক খাইয়া তদুপরি নিদ্রা গেলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

বেগম শমরুর সম্পত্তি।—মিরটের দরবারে [*Meerut Observer*] লেখেন যে গত মাসের মধ্যে বেগম শমরু কর্ণল ডাইস সাহেবের পুত্র ডাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়ান্ত দান করিয়াছেন। কর্ণল ডাইস সাহেব বেগম শমরুর পূর্ব্ব স্বামি শমরুর কুটুম্ব। শমরু অনেক বৎসরপূর্ব্বে লোকান্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্ব্বে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন এবং তাঁহার তাবৎ সরবরাহ কার্য্য ও সৈন্যাধ্যক্ষতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমরু তাঁহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মতা হইলেন এবং ঐ সাহেব কএক বৎসরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন ঐ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার নামে দান পত্র না হইয়া তাঁহার পুত্রের নামে হইয়াছে। এবং ঐ দানপত্র ক্রমে ঐ পুত্র বেগমের সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে যে ঐ ডাইস স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে শমরু নামধারী হইবেন। ঐ দান পত্র পারস্য ভাষায় লিখিত কিন্তু তাহাতে এমত লিখিত আছে যে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত পূর্ব্বকার যে এক দানপত্র ছিল তাহাও সিদ্ধ হইবে। বেগমের যে ভূম্যাদি অর্থাৎ শরদানা ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার যে জায়গীর আছে তাহা সন্ধিপত্রক্রমে তাঁহার মরণোত্তর কোন২ বিষয় বর্জ্জিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে।

(২ জুলাই ১৮৩৪। ১৯ আষাঢ় ১২৪১)

বেগম শমরুর গুরগাঁর নিকটস্থ প্রদেশের অবস্থা।—বেগম শমরুর দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তত্রস্থ প্রজারদের স্থানে তিনি কর অত্যন্ত শুষিয়া লইতেছেন। ইহাতে তাহারা অদৃষ্ট অশ্রুত চুরি ডাকাইতী ও হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাদশাহপুরের আমিল কিল্লার নিকটেই খুন হয় এমত দুইবার ডাকাইতী হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন রাজকীয় লোকেরই মনোযোগ নাই।—দিল্লী গেজেট।

(১৪ মার্চ্চ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১)

শরদানা।—অবগত হওয়া গেল শরদানার কর্ত্রী শ্রীমতী বেগম শমরু গত কএক দিবসের মধ্যে শরদানাতে তাঁহার রাজকোষে যত টাকা ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা মিরটের খাজানাখানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিয়াছেন যে ঐ টাকা শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনে অর্পিত হয়। কথিত আছে যে তিনি যে টাকা প্রেরণ করেন তৎসংখ্যা ৩০।৩৫ লক্ষ টাকা হইবে তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ ফরক্কাবাদী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাকা।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

বেগম শমরু।—শুনা গিয়াছে যে শ্রীমতী বেগম শমরু ধর্ম্মবিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নীচে লিখিত টাকা প্রদান করিয়াছেন বিশেষতঃ শরদানাতে স্বীয় গির্জ্জাঘর বা কাটিড্রল প্রতিপালনার্থ লক্ষ টাকা এবং শরদানার দীন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা ও রোমান কাতোলিকমতাবলম্বিরদের নিমিত্ত এক বিদ্যালয়স্থাপনে লক্ষ টাকা এবং মিরটস্থ স্বীয় গির্জ্জাঘরের নিমিত্ত ১২,০০০ হাজার টাকা।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

সরদানা।—অবগত হওয়া গেল যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব শ্রীমতী বেগম সমরুকে অত্যুত্তম সুদৃশ্য এক ছবি দিয়াছেন ঐ ছবি সরদানার প্রধান গীর্জা ঘরে স্থাপিত হইয়াছে।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২)

বেগম সমরু।—বেগম সমরু বহুকাল স্বাধীনতায় সরদানার রাজ্যভোগ করিয়া এইক্ষণে বার্দ্ধক্যে পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার তাবৎ গুপ্ত ধন ও রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবে।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ৯ ফাল্গুন ১২৪২)

শরদানার প্রধান গির্জাঘরের মধ্যবর্ত্তি কবরে যথারীতি সম্মানপূর্ব্বক বেগম শমরুর সমাধি সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লওনসময়ে বেগমের বয়ঃসমসংখ্যায় সম্ভ্রমার্থ ৮৭ তোপ হইল। পরে তাঁহার পরিবারেরা রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে বেগম শমরুর তাবৎ রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। এই সমৃদ্ধ রাজ্য অত্যল্পকালের মধ্যেই মিরট জিলান্তঃপাতি করা গেল উত্তর কালে ঐ রাজ্য ঐ জিলাভুক্তই থাকিবে। তাঁহার ভূম্যধিকার তাবৎ সম্পত্তি এইরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল কিন্তু নগদ সম্পত্তি সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দানপত্রদ্বারা তাঁহার পৌত্র শ্রীযুত ডাইশ শমরুর হস্তগত হইল।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২)

বেগম সমরু।—শরদানাতে কএক জন বৃদ্ধাস্ত্রীকে মৃতা বেগম নিত্য কিছু২ দান করিতেন অতএব কেবল ঐ কএক জন স্ত্রীব্যতিরেকে বেগমের মৃত্যুতে প্রায় সকলই হৃষ্ট আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতিনির্লজ্জতারূপেই টাকা কসিয়া লইতেন তাঁহার লোকান্তরহওয়াতে সুতরাং জমীদারেরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়াছেন। বেগমের ন্যূনাধিক নব্বই বৎসর বয়স্ হওয়াতে অতিবার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত প্রায় বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব তাঁহার উত্তরাধিকারি যুব ডাইস রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শমরু নাম গ্রহণ করিয়া বেগমের তাবদ্ধনাধিকারী হইলেন। শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙ্গলা ও হস্তী উষ্ট্র অশ্ব ও নানাপ্রকার কামানেতে ৫০ লক্ষ টাকার ন্যূন সম্পত্তি হইবে না আছে এতদতিরিক্ত গত বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনেতে ন্যস্ত হইয়াছিল এইক্ষণে এই সকল সম্পত্তি ডাইস শমরুর হইবে কিন্তু তিনি ত্রিশ বৎসরবয়স্ক না হওনপর্য্যন্ত কেবল ঐ টাকার সুদমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর। বেগম স্বীয় তাবৎ প্রাচীন চাকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া যান নাই অথচ তাহারা কেহ কেহ ২০।৩০।৪০ বৎসরপর্য্যন্ত তাঁহার চাকরীতে নিযুক্ত আছে। কেবল স্বীয় চিকিৎসককে বিশ হাজার টাকা এবং ডাইস সাহেবের ভগিনীপতি ক্রুপ সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তাঁহার অন্য এক ভগিনীপতি শালারোলি সাহেবকে আশী হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাদুরের এক জন সেনাপতি সাহেবকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন। বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে

এই সেনাপতি সাহেবকে উদাসীনের ন্যায়ই বোধ হয়। শ্রুত হওয়া গিয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার দানের মধ্যে উক্ত সংখ্যক টাকামাত্র অবশিষ্ট তাবৎকন ডাইস সাহেবই পাইয়াছেন। ঐ যুং ডাইসের পিতা প্রাচীন কর্ণল ডাইস সাহেব বেগমের এক জন কর্ম্মকারক ছিলেন তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অকৌশল হওয়াতে তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। সর্ব্বপ্রকার হাসিলসমেত বেগমের বার্ষিক রাজস্ব ১০ লক্ষ টাকা বৎসরে খরচ ৬ লক্ষ টাকার অধিক হইত না।

(১৯ মার্চ্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২)

বেগম শমরু।—মৃতা বেগম শমরুর প্রাচীন কর্ম্মকারকেরদের দাওয়াবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে মানস ছিল তদ্বিষয়ক প্রস্তাব আমরা জ্ঞাত না হইয়া পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম কিন্তু তৎপরে অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মকারকেরদের মুশাহেরা বজায় রাখণার্থ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তাহারদিগকে যে মুশাহেরা দেওয়া গিয়াছে তাহার ফর্দ্দ চাহিয়াছেন। অতএব আমারদের ভরসা আছে যাঁহারা বিলক্ষণ কার্য্যোপযুক্ত তাঁহারদেরই মুশাহেরা মঞ্জুর থাকিবে। অপর বেগম শমরু যে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া যান তাহার সুদেতে সুদীন ব্যক্তিরদের ভরণপোষণ হইবে। কিন্তু যাঁহারা কেবল স্বার্থার্থ যুক্ত বিগ্রহ হইয়া গেলে পর বেগমের চাকরীতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের ঐ টাকাতে প্রত্যাশা নাই এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন দাওয়া নাই। এইক্ষণে শ্রীযুত ডাইস শমরু দিল্লীতে গমন করিয়াছেন।

শ্রুত হওয়া গেল যে মৃতা বেগম শমরুর যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ইহা বলিয়া দাওয়া করিয়াছেন যে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারির অধিকার নাই কিন্তু সে রাজ্য সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য। এই বিবাদ নিষ্পত্তিহওন পর্য্যন্ত তাহা দিল্লীর অস্ত্রাগারে রাখা গিয়াছে। উত্তরকালীন এতদ্বিষয়ক নিষ্পত্তিবার্ত্তা শ্রবণে আমারদের লালসা আছে। [মীরাট অবজারভার]

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

শীতলাদেবী।—পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তির পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গুরগাঁওর নিকটবর্ত্তি পূর্ব্বতে হিন্দুর বসন্তরোগনাশিনী বা উপশমকারিণী শীতলা দেবীর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ভারতবর্ষের তাবৎ প্রদেশহইতে অনুমান তীর্থযাত্রী ২ লক্ষ লোক প্রতিবৎসরে তাঁহার আরাধনার্থ নিকটে গমন করে। এবং মৃতা বেগম শমরু ধর্ম্মবিষয়ক ঐ প্রবঞ্চনাতে বার্ষিক রাজস্ব বিশ ত্রিশ হাজার টাকা করিয়া পাইতেন। কিন্তু গুরগাঁওস্থান এইক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনহওয়াতে ভরসা করি যে ঐ সকল অবোধ যাত্রিরদের স্থানে ঐপ্রকার প্রবঞ্চনায় যে রাজকর লওয়া যাইত তাহা শীঘ্রই রহিত হইবে…।—দিল্লী গেজেট।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

ডাইস সম্বরের উপঢৌকন।—শ্রীযুত ডাইস সম্বর সাহেব মৃত বেগম শমরুর সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি দিল্লীর রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক রাজপরিজনেরদিগকে যে২ উপঢৌকন প্রদান করেন তদ্বিবরণ আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম যেহেতুক তাহাতে ঐ মহাশয়ের বদান্ততাসূচক প্রমাণ সকলই অবগত হইতে পারিবেন বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাদশাহকে অতিমনোরঞ্জন সুচারু পাঠক এক পক্ষী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেগমকে মৃতা বেগম শমরুর অতিসুদৃশ্য রাজশকট ও ইঙ্গরেজী সাজসমেত চতুষ্টয় ঘোটক প্রভৃতি।

যুবরাজকে পিত্তলের তারময় শয্যাপ্রভৃতি।

যুবরাজ শালিম্‌কে অতিসুশোভন রৌপ্যমণ্ডিত এক যোড়া পিস্তলপ্রভৃতি।

যুবরাণীকে কলিকাতায় নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।

এবং বেগম শমরুর রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তীপ্রভৃতি শ্রীযুত মহারাজ রণজিৎ সিংহকে উপঢৌকন প্রদানার্থ মনস্থ করিয়াছেন। ঐ উপঢৌকন মহারাজের নিকটে প্রেরিত হইবে। তদ্ব্যতিরিক্তও বেগম শমরুর এবং স্বীয় ইউরোপীয় বন্ধুগণকে বন্ধুতাসূচক ভূরি২ দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন।

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

ডাইস শমরু।—শ্রীযুত ডাইস শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্টোবর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত শরদানাহইতে প্রস্থিত হইবেন। মৃতা বেগম শমরুর প্রায় অস্থাবর তাবৎ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। বাদশাহপুর জায়গীরের উপর ঐ মহাশয়ের যে দাওয়া আছে তাহা ব্যতিরেকেও তিনি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইয়াছেন। ঐ জায়গীরের নিমিত্ত তিনি ইঙ্গলণ্ডে শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের হুজুর কৌন্সেলে নালিস করিতে কল্প-করিয়াছেন।

(৪ মার্চ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত ডাইস সমরু।—পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত থাকিবেন যে মৃত বেগম সমরু আপন দৌত্র ডাইস শমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান কিন্তু ডাইস সমরুর পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণল ডাইসকে কিছু দেন নাই। এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল ডাইস গত শনিবারে কলিকাতা শহরে ২০ লক্ষ টাকার দাওয়া করিয়া আপন পুত্রের নামে গ্রেফতারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তুল্য টাকার জামীন দিলেন যেহেতুক কোম্পানির খাজানাখানাতে তাঁহার তত্তুল্যেরো অধিক ৪০ লক্ষ টাকা ন্যস্ত আছে।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

মহা বদান্যতা। শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে পেরেণ্টস একেদেমির বিদ্যালয়ে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্রীযুত ডাইস সমরু সাহেবও ঐ বিদ্যালয়ে তত্তুল্য টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দমা।—পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে কিয়ৎকালাবধি স্থপ্রিমকোর্টে শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব এবং তাঁহার পুত্র ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে ঐ মোকদ্দমা রফা হইয়াছে এবং ডাইস সমরু পিতার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত মুশাহেরা মাসিক ১৫০০ টাকা ও মোকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাকা দিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা বোধ করি ঐ মুশাহেরা সম্পর্কীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছেন।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

কর্ণেল ডাইস সাহেব।—স্বীয় মাতামহী বেগম শমরুর অধিকতর ধনাধিকারী হইয়াছিলেন যে ডাইস সমরু সাহেব তাঁহার সহিত তদীয় পিতা কর্ণেল ডাইস সাহেবের যে মোকদ্দমা হইয়াছিল এই বিষয়ে পাঠক মহাশয়েরদের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে। ডাইস শমরুর উপর কর্ণেল ডাইসের যে দাওয়া ছিল তাহা প্রাপণার্থে স্থপ্রিমকোর্টে ডাইস সাহেব মোকদ্দমা করিয়াছিলেন পরে সালিসের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা এইরূপে নিষ্পত্তি হয় যে ডাইস শমরু আদালতে ৪ লক্ষ টাকা ন্যস্ত রাখিবেন তাহার সুদ হইতে কর্ণেল ডাইসের জীবনপর্য্যন্ত জীবিকা চলিবে কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে ঐ বৃত্তিভোগ ছিল না যাবৎ কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়া কেবল সহীকরণের অপেক্ষা ছিল কিন্তু যে দিবসে তাহা সহী হইল সেই দিবসেই হঠাৎ ওলাউঠারোগে কর্ণল ডাইসের দেহ ত্যাগ করিতে হইল। এই অশুভ ঘটনা অষ্টাহ হইল গত বুধবারে ঘটিল।

(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত ডাইস সমরু।—আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকের সর্দানাস্থ বেগম সমরুর পৌত্র অথচ উত্তরাধিকারি ডাইস সমরু সাহেবের বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবেক। কথিত ছিল যে ঐ বেগম মৃত্যুসময়ে উক্ত সমরুকে অন্যূন ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। ঐ সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চর্লস মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে এক জাহাজে ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন করিয়াছেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তিনি ইটালি দেশে গমনপূর্ব্বক রোমনগরে অতি জাঁক জমকে বাস করিতেছেন।

বেগম সমরু ও তাঁহার পোষ্যপুত্র ডাইস সোম্বারের ঘটনাবহুল কাহিনী যাঁহারা পড়িতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আমার *Begam Samru* পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ১৫ ফাল্গুন ১২৪৩)

কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখ্যা।—পোলীসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ্চ সাহেব কলিকাতার লোকের ও বাড়ীর পশ্চাৎ লিখিত সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন॥

কলিকাতা ১ জানুয়ারি ১৮৩৭ সাল।			স্ত্রী পুরুষ।
ইংলণ্ড জাত	...	...	৩১৩৮
ফিরিঙ্গীয়ান	...	...	৫৭৪৬
পোর্ত্তগালজাত	...	...	৩১৮১
ফ্রান্সদেশীয়	...	...	১৬০
চীনদেশীয়	...	...	৩৬২
আরমানি	...	...	৬৩৬
য়িহুদি	...	...	৩৬০
পশ্চিমদেশীয় মোসলমান		...	১৬৬৭৭
বঙ্গদেশীয় মোসলমান	...	...	৪১৬৭
পশ্চিমাহিন্দু	...	...	১৭৩৩৩
বাঙ্গালিহিন্দু	...	...	১২৩৩১৮
মোগল	...	...	৫২৭
পারসি জাতি	...	...	৪০
আরব	...	...	৩১১
মোগ		...	৬৮৩
মান্দ্রাজি	...	...	৫৫
বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান	...	...	৪৯
নীচজাতি	...	...	১৯০৮৭
			২২৯৭১৪
ইহার মধ্যে পুরুষ		১৪৪৯১১	
স্ত্রীলোক		। ৪৮০৩	
পাকাবাড়ী		...	১৪৬২৩
খোলার ঘর		...	২০৩০৪
খড়ুয়া ঘর		...	৩০৫৬৭
			৬৫৪৯৪
পোলীস সম্পর্কীয়			১৩৫৮

কিন্তু খিদিরপুর মুচিখোলা শিবপুর হাবড়া শালিখা কাশীপুর বাহিররাস্তার পূর্ব্বাংশ এই সকল স্থানের লোকসংখ্যা ইহার মধ্যে নহে।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪)

কলিকাতার মৃগয়ু।—মৃগয়া কার্য্যানুরক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও শ্রীযুত মকান সাহেব ও অন্যান্য কএক জন সাহেবেরা কুক্কুর ও পিস্তল ও দুই চুঙ্গীর বন্দুক লইয়া সংপ্রতি শ্যামপুকুরেরদিগে ব্যাঘ্র মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থানে একটা চিতাবাঘ মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং শ্রীযুত মকান সাহেব কুক্কুর লইয়া অন্য দিগে গেলেন। পথিমধ্যে ঐ কুক্কুরেরা দুইটা শিয়াল দেখিতে পাইয়া অতিশীঘ্র তাহারদিগকে মারিয়া ফেলিল কিন্তু বাবুর বড় সৌভাগ্য যেহেতুক তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে একটা অতিবৃহৎ চিতা বাঘ তাঁহার অতিনিকটে ঝাঁপটা মারিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি ভাবলোক ঐ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়া বনমধ্যে অনেক দূরপর্য্যন্ত গেল কিন্তু পরে অতিগ্রীষ্মপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল। অতএব কলিকাতায় যে ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে সে ঐ চিতা বাঘই ইহার সন্দেহ নাই। শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ঐ ব্যাঘ্রের অন্বেষণার্থ যাইবেন। শহরের ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে এইক্ষণে কএক দিবসাবধি পোলীসের কএক জন ঐ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।

(২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২)

বেলুন।—গত বুধবার বেলুনারোহণ রূপাশ্চর্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বোধ করি এপ্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই গাড়ি পালকি নৌকাতে ও পদব্রজে গমনশীল ব্যক্তিরদের সমারোহে বোধ হয় তাঁহারা বেলুন যন্ত্রে আকাশে গমন অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদূর উঠিল কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিখিয়া কার্য্য নাই কেন না দীর্ঘকালের সম্বাদ সকল কাগজেই ব্যক্ত আছে কিন্তু ঊর্দ্ধে উঠিয়া কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় সকলে জানিতে পারেন নাই কেহ২ বলেন বেলুনবিষয়ক চাঁদাতে শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের অধিক লভ্য হয় নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দূরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধি অভিমান করেন তাঁহারা বলেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল একারণ আরোহিসাহেব সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন অন্যেরা কহেন এসকলই প্রতারণা কলিকাতার লোকেরদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্তই রাবর্টসন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন কিন্তু এসকল কথা কিছু নয় ফলত বেলুন যন্ত্র একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দ্বারা বেলুনের মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া

গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিয়া নানা কথা কহিতেছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া কি জানি তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে ফিরাইয়া দিলেন পূর্ব্বকালের লোকেরা এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ হইয়াছে ইঙ্গরেজরা মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদের বুদ্ধির কৌশেলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সৃষ্টি করেন কিন্তু অদ্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাঁহারা বোধ করেন কোন আরকের তেজেতেই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক যন্ত্র তন্ত্রের পরাক্রম না ভাবিয়া যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের ইচ্ছা আছে গড়ের মাঠহইতে পুনরায় বেলুনযন্ত্রে উর্দ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের কিছু অধিক লভ্য হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫)

বেলুন।—সকলই অবগত আছেন যে রাবর্টসন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে বেলুন যন্ত্রের দ্বারা প্রথম উর্দ্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেলুনের যে তিনখান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা খরচ হয় তাহা কেবল ৫০ টাকাতে বিক্রয় হইল।

(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

রাজমহালের ভগ্নাট্টালিকা।—হরকরার একজন পত্রপ্রেরকের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজমহালে যে এক অট্টালিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহাহইতে কএক জন ইউরোপীয় সাহেবেরা কএকখান প্রস্তর খুলিয়া লইয়া যাওয়াতে আপনারদিগকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছেন। তৎস্থানের রাজবাটীর অধিকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল দুই প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান আছে কিন্তু অসভ্য মনুষ্যেরদের দ্বারা তাহার তাদৃশ অপচয় হয় নাই। তন্মধ্যে অতিসুদৃশ্য এক মসজিদ আছে তাহার অন্তর্ভাগ ও মেজ্যে শ্বেতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরেতে মণ্ডিত এবং ঐ প্রস্তরোপরি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে। অন্য প্রকোষ্ঠ উভয়পার্শ্বযুক্ত বারাণ্ডার ন্যায় তাহার স্তম্ভ ও মেজ্যে ও ছাদ ও প্রাচীর সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরেতে নির্ম্মিত এবং অতিসুদৃশ্যপ্রকারে সংঘটিত।

খামখা কোন২ ব্যক্তি এই উত্তম অট্টালিকার মর্ম্মর প্রস্তর ভগ্ন করিয়া এবং তাহার